ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ
প্রধান কার্যালয়, বিডিবিএল ভবন (লেভেল-১৪)
৮, রাজউক এভিনিউ, ঢাকা-১০০০।
হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট

তারিখঃ ০৪ মাঘ ১৪২৯ / ১৮ জানুয়ারি ২০২৩

প্রশাসনিক পরিপত্র নং- ০৮/২০২৩

কর্পোরেশনের পরিচালনা বোর্ডের ২০ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখের ৬২১তম সভায় 'বিনিয়োগ হিসাব ম্যানুয়াল, ২০২২' অনুমোদিত হয়েছে। পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত 'বিনিয়োগ হিসাব ম্যানুয়াল, ২০২২' কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সকলের অবগতি ও পরিপালনের জন্য এতৎসঙ্গে জারি করা হলো।

(বিভাস সাহা)
উপ-মহাব্যবস্থাপক

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. সহকারী মহাব্যবস্থাপক/সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিবি।
২. উপ-মহাব্যবস্থাপক/সিস্টেম ম্যানেজার, আইসিবি।
৩. মহাব্যবস্থাপক-এর সচিবালয়, আইসিবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৪. উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-এর সচিবালয়, আইসিবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৫. ব্যবস্থাপনা পরিচালক-এর সচিবালয়, আইসিবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৬. চেয়ারম্যান-এর সচিবালয়, আইসিবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৭. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, আইসিবি সাবসিডিয়ারি কোম্পা নিসমূহ।
৮. আইসিবি কর্মকর্তা সমিতি, আইসিবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৯. আইসিবি কর্মচারী ইউনিয়ন, আইসিবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
১০. অফিস কপি।

অনুলিপি (কর্পোরেশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য):

সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, প্রোগ্রামিং ডিপার্টমেন্ট, আইসিবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

বিনিয়োগ হিসাব ম্যানুয়াল, ২০২২

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ

প্রধান কার্যালয়

ঢাকা।

সূচী (INDEX)

ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা (Page)
০১।	ভূমিকা (INTRODUCTION):	০৩
০২।	বিনিয়োগ হিসাব খোলার শর্ত ও যোগ্যতা (CONDITIONS AND QUALIFICATIONS FOR OPENING OF INVESTMENT ACCOUNT):	০৪
০৩।	আমানত ও ইক্যুইটি (DEPOSIT AND EQUITY):	০৬
০৪।	ঋণ ও মার্জিন (LOAN & MARGIN):	০৬
০৫।	দলিল সম্পাদন (DOCUMENTATION):	০৮
০৬।	বিনিয়োগ হিসাবের ব্যয় (EXPENSES ON INVESTMENT ACCOUNT):	০৮
০৭।	লভ্যাংশ, সুদ, বোনাস/রূপান্তরিত শেয়ার ও অন্যান্য সুবিধাসমূহ (DIVIDEND, INTEREST, BONUS/CONVERTED SHARE AND OTHER BENEFITS):	০৯
০৮।	সিকিউরিটিজ উত্তোলন (WITHDRAWAL OF SECURITIES):	১০
০৯।	বিনিয়োগ হিসাব হতে অর্থ উত্তোলন/স্থানান্তর (WITHDRAWAL/TRANSFER OF FUND):	১১
১০।	শেয়ার ক্রয় ও বিক্রয় (PURCHASE AND SALE OF SECURITIES):	১২
১১।	বিনিয়োগ হিসাব বন্ধকরণ (CLOSING OF INVESTMENT ACCOUNT):	১৩
১২।	সাধারণ নিয়মাবলী (GENERAL RULES):	১৪
১৩।	কতিপয় সংজ্ঞা (SOME DEFINITIONS):	১৭

ভূমিকাঃ (INTRODUCTION)

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) ১৯৭৬ সালের ১ অক্টোবর তারিখে ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ অধ্যাদেশ নং ৪০, ১৯৭৬ এর বলে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং **বর্তমানে কর্পোরেশন "ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ আইন, ২০১৪" অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে।** দেশের দ্রুত শিল্পায়নে এবং সুসংহত ও সক্রিয় পুঁজিবাজার বিশেষ করে সিকিউরিটিজ বাজার উন্নয়নে কর্পোরেশনের প্রতিষ্ঠা সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে গঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের মূলধন স্বল্পতা পূরণে প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয় । প্রান্তিক সঞ্চয় হার ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির জাতীয় নীতিমালার আলোকে স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলার প্রয়াসে আইসিবি'র ভূমিকা অপরিহার্য ও সুদূর প্রসারী।

দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি বিনিয়োগকারীদের সঞ্চয় সংগ্রহ করে মূলধন বাজারের মাধ্যমে তা প্রবাহিত করে দ্রুত শিল্পায়ন তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৩ জুন, ১৯৭৭ সালে ইনভেস্টরস্ স্কিমের প্রবর্তন করা হয় । আইসিবি মার্জিন ঋণ ও পেশাগত পরামর্শ প্রদান করে বিনিয়োগকারী শ্রেণী সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে আইসিবি এ স্কিম চালু করেছে। গত চার দশকে এ স্কিমটি দেশের একটি জনপ্রিয় সফল বিনিয়োগ স্কিম হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে। বর্তমানে **বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সেচেঞ্জ কমিশন** এর নির্দেশনা অনুযায়ী ১:০.৮* অনুপাতে মার্জিন ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। অর্থাৎ কোন বিনিয়োগ হিসাবধারীর নিজস্ব তহবিল এক লক্ষ টাকার বিপরীতে আরও আশি হাজার টাকা মার্জিন ঋণ সহ সর্বমোট এক লক্ষ আশি হাজার টাকার সিকিউরিটিজ ক্রয় করতে পারবেন। তবে সেক্ষেত্রে তাঁর ন্যূনতম মার্জিন ২৫,০০,০০০.০০ (পঁচিশ লক্ষ) টাকা থাকতে হবে। এ স্কিমের আওতায় একজন বিনিয়োগ হিসাবধারী তার নিজস্ব তহবিলের বিপরীতে সময়ে সময়ে জারীকৃত ঋণ অনুপাতে মার্জিন ঋণ গ্রহণ করতে পারবেন। বিনিয়োগ হিসাবে ক্রয়কৃত সিকিউরিটিজসমূহের উপর প্রাপ্য সুদ, লভ্যাংশ ও বিক্রয় বাবদ প্রাপ্ত অর্থ সংগ্রহ করে বিনিয়োগকারীর হিসাবে জমা করা হয়। আইসিবি বিনিয়োগ হিসাবধারীগণের পক্ষে প্রাথমিক ও দ্বিমাত্রিক বাজার থেকে শেয়ার ক্রয়ের জন্য বিনিয়োগ হিসাবধারীদের লিখিত আদেশের ভিত্তিতে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবস্থা, রাইট শেয়ার, বোনাস শেয়ার বিনিয়োগ হিসাবে অন্তর্ভুক্তিসহ যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন করে । বিনিয়োগ হিসাবের জন্য ক্রয়কৃত সিকিউরিটিজসমূহ আইসিবি কর্তৃক সংরক্ষণ করা হয়।

*** BSEC এর নির্দেশনাক্রমে মার্জিন ঋণের সর্বোচ্চ হার/সীমা পরিবর্তনযোগ্য।**

০২। বিনিয়োগ হিসাব খোলার শর্ত ও যোগ্যতা (CONDITIONS AND QUALIFICATIONS FOR OPENING OF INVESTMENT ACCOUNT)

(ক) বাংলাদেশের যে-কোন প্রাপ্ত বয়স্ক সুস্থ মস্তিষ্ক নাগরিক এককভাবে একটি এবং অন্য একজন ব্যক্তির সাথে যুগ্মভাবে একটি সহ সর্বোচ্চ দু'টি বিনিয়োগ হিসাব খুলতে পারবেন। দুই এর অধিক ব্যক্তি কোন যুগ্ম হিসাব খুলতে পারবেন না। ১০.০০ (দশ) টাকা নগদ জমা দিয়ে বিনিয়োগ হিসাব খোলার ফরম সংগ্রহ করতে হবে। তবে কর্তৃপক্ষ উক্ত ফরমের মূল্য পরিবর্তন করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

(খ) হিসাব খোলার ফরম-এ প্রথম শ্রেণীর সরকারি কর্মকর্তা/আইসিবি-র কোন কর্মকর্তা (প্রথম শ্রেণীভুক্ত) বা ব্যাংক কর্মকর্তা (পদমর্যাদায় প্রিন্সিপাল অফিসারের নিম্নে নহে) কর্তৃক সত্যায়িত আবেদনকারীর দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি এবং জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি সংযোজন করতে হবে। হিসাব পরিচালনার ক্ষেত্রেও ক্ষমতা গ্রহণকারীর দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ও জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি সংযোজন করতে হবে।

(গ) বিনিয়োগ হিসাব খোলার জন্য আগ্রহী ব্যক্তিকে নিজে আইসিবি কার্যালয়ে এসে আইসিবি'র ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সামনে প্রয়োজনীয় দলিলাদি সম্পাদন করে হিসাব খুলতে হবে।

(ঘ) কোন ব্যক্তি কেবলমাত্র একবারই একটি যৌথ হিসাব খুলতে পারবেন।

(ঙ) কোন বিনিয়োগকারীর মৃত্যু সংক্রান্ত তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে আইসিবিকে অবহিত করতে হবে। হিসাব পরিচালনার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে সে সংক্রান্ত তথ্যও তাৎক্ষণিকভাবে সংস্থাকে অবহিত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সংস্থা বিধি বিধান অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। কোন বিনিয়োগ হিসাবধারী বা উক্ত হিসাব পরিচালনাকারীর মৃত্যু সংক্রান্ত তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে সংস্থাকে অবহিত না করার প্রেক্ষিতে আলোচ্য হিসাবসমূহে কোন সমস্যার উদ্ভব হলে সেক্ষেত্রে সংস্থা দায়ী থাকবে না।

(চ) বিনিয়োগ হিসাবধারী তাঁর বিনিয়োগ হিসাব পরিচালনা করার জন্য অন্য একজন বিনিয়োগ হিসাবধারীকে লিখিতভাবে ক্ষমতা প্রদান করতে পারবেন। তবে হিসাব পরিচালনার জন্য ক্ষমতা গ্রহণকারী ব্যক্তির সংস্থার একই কার্যালয়ে হিসাব থাকতে হবে। হিসাব পরিচালনাকারীর পাসপোর্ট সাইজের দুই কপি সত্যায়িত ছবি আবেদনপত্রের সাথে জমা দিতে হবে।

(ছ) একজন বিনিয়োগ হিসাবধারী নিজের বিনিয়োগ হিসাবসহ সর্বোচ্চ পাঁচটি বিনিয়োগ হিসাব পরিচালনা করতে পারবেন।

(জ) আইসিবি কর্তৃক নির্ধারিত ফরমের মাধ্যমে ক্ষমতা অর্পণ করতে হবে। আবেদনপত্রে বিনিয়োগ হিসাবধারীর সাথে হিসাব পরিচালনাকারীর সম্পর্কের উল্লেখ থাকতে হবে।

(ঝ) দেউলিয়া ঘোষিত বা ঋণ মার্জিন অতিক্রান্ত হয়েছে এরূপ কোন বিনিয়োগ হিসাবধারীকে ক্ষমতা প্রদান করা যাবে না।

(ঞ) বিদেশে বসবাসরত কোন বিনিয়োগ হিসাবধারীর পক্ষে বাংলাদেশে এসে হিসাব পরিচালনা করা সম্ভব না হলে সেক্ষেত্রে উক্ত হিসাবধারী বাংলাদেশে অবস্থানরত আইসিবি'র কোন বিনিয়োগ হিসাবধারীকে (হিসাবটি অবশ্যই ক্ষমতা প্রদানকারীর একই কার্যালয়ভূক্ত হতে হবে) তাঁর হিসাবটি পরিচালনার ক্ষমতা (Power of Attorney) প্রদান করতে পারবেন। এই ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় ক্ষমতা প্রদানকারী এবং ক্ষমতা গ্রহণকারী উভয়েরই দুই কপি করে সত্যায়িত পাসপোর্ট সাইজের ছবি আইসিবি কার্যালয়ে জমা দিতে হবে। অতঃপর আইসিবি'র দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সামনে উভয়েই হাজির হয়ে নূতন করে নমুনা স্বাক্ষর কার্ডে হিসাব পরিচালনা করার ব্যাপারে যথাযথ স্থানে স্বাক্ষর প্রদানপূর্বক ক্ষমতা অর্পণের প্রক্রিয়া সম্পাদন করবেন।

(ট) যদি প্রবাসী বিনিয়োগ হিসাবধারীর পক্ষে বাংলাদেশে এসে উক্ত ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া সম্পাদন সম্ভব না হয় তবে সেক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করতে হবেঃ

(১) বাংলাদেশে আসতে না পারার কারণ ব্যাখ্যাপূর্বক আইসিবি'র সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্ট/শাখায় পত্র প্রেরণ করতে এবং পত্র মারফত ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য আইসিবি'র নির্ধারিত ফরম প্রদানের অনুরোধ জানাতে হবে;

(২) আইসিবি কর্তৃপক্ষের কাছে উক্ত আবেদন গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হলে বিদেশে অবস্থানরত উক্ত হিসাবধারীর বরাবরে ক্ষমতা হস্তান্তরের (Power of Attorney) ফরম প্রেরণ করা হবে;

(৩) প্রবাসী উক্ত বিনিয়োগ হিসাবধারী আইসিবি হতে প্রেরিত উক্ত ফরমে ক্ষমতা গ্রহণকারী ব্যক্তির নাম ও বিনিয়োগ হিসাব নম্বর উল্লেখ করে তাঁর (ক্ষমতা প্রদানকারী হিসাবধারীর) স্বাক্ষর প্রদান করবেন। সেই সাথে তার দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি সংযুক্ত করবেন। উক্ত পাসপোর্ট সাইজের ছবি দুইটি এবং নমুনা স্বাক্ষর কার্ডে প্রদত্ত স্বাক্ষর সে দেশে অবস্থিত বাংলাদেশের কনস্যুলার জেনারেল/বাংলাদেশী দূতাবাসস্থ কোন কর্মকর্তা (প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড অফিসার) কর্তৃক সত্যায়িত করাবেন। অতঃপর উক্ত ক্ষমতার্পণ পত্রটি (Power of Attorney) বাংলাদেশে অবস্থানরত ক্ষমতা গ্রহণকারী বিনিয়োগ হিসাবধারীর নিকট পাঠাবেন;

(৪) উক্ত ক্ষমতা গ্রহণকারী বিনিয়োগ হিসাবধারী বিদেশে অবস্থানরত আইসিবি'র বিনিয়োগ হিসাবধারীর নিকট হতে প্রাপ্ত ক্ষমতাপত্রটিতে (Power of Attorney) বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার প্রতিস্বাক্ষর করাবেন এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশ ট্রেজারি অফিস এর ট্রেজারি অফিসার বা অ্যাকাউন্টস অফিসার কর্তৃক ক্ষমতাপত্রটি নবায়নপূর্বক ট্রেজারি অফিস হতে সংগৃহীত বিশেষ আঠালোযুক্ত স্ট্যাম্প উক্ত ক্ষমতার্পণ পত্রে (Power of Attorney) সংযোজন এর মাধ্যমে স্ট্যাম্প ডিউটি পরিশোধ করবেন;

(৫) অতঃপর তিনি উক্ত ক্ষমতা অর্পণ পত্রটি (Power of Attorney) আইসিবি'র কার্যালয়ে জমা দেবেন। উক্ত জমাকৃত ক্ষমতার্পণ পত্রে (Power of Attorney) ক্ষমতা গ্রহণকারী বিনিয়োগ হিসাবধারী দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবিসহ [প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড অফিসার/বা আইসিবি'র কোন কর্মকর্তা (প্রথম শ্রেণীভূক্ত) বা আইসিবি'র বিধি মোতাবেক কোন ব্যাংক কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত] আইসিবি'র দায়িত্বশীল কর্মকর্তার সামনে হাজির হয়ে স্বাক্ষর করবেন। পরবর্তীতে বিদেশে অবস্থানরত বিনিয়োগ হিসাবধারী কর্তৃক উপরোক্ত আনুষ্ঠানিকতাসমূহ সম্পাদনপূর্বক প্রদত্ত ক্ষমতার্পণ পত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র (যদি থাকে) সঠিক আছে কিনা তা যাচাইকল্পে ল' ডিপার্টমেন্টের মতামত গ্রহণপূর্বক ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত অনুমোদনের পর ক্ষমতা গ্রহণকারী বিনিয়োগ হিসাবধারী প্রবাসী বিনিয়োগ হিসাবধারীর উক্ত হিসাবটি পরিচালনা করতে পারবেন;

(ঠ) হিসাব খোলার সময় সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগ হিসাবধারীকে নির্ধারিত ফরমে ঘোষণা করতে হবে যে, প্রধান কার্যালয় কিংবা আইসিবি'র অন্য কোন শাখায় তাঁর কোন বিনিয়োগ হিসাব নেই।

(ড) হিসাব খোলার জন্য প্রাথমিক জমা হিসাবে ন্যূনতম ৫,০০০.০০ (পাঁচ হাজার) টাকা নগদ জমা দিতে হবে। তবে কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে উক্ত অর্থের পরিমাণ পরিবর্তন করতে পারবে।

(ঢ) কর্পোরেশনের কোন কর্মকর্তা ও কর্মচারী অত্র অফিসে/শাখা কার্যালয়ে বিনিয়োগ হিসাব খুলতে পারবেন না। তবে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে পরিবারের অন্য সদস্য(গণ) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর সাথে তাঁর/তাঁদের সম্পর্কের বিষয়টি উল্লেখ করে যৌথ বিনিয়োগ হিসাব খুলতে পারবেন।

(ণ) প্রধান কার্যালয় বা কর্পোরেশনের এক শাখা থেকে অন্য শাখায় বিনিয়োগ হিসাব স্থানান্তর (ট্রান্সফার) করা যাবে না। তবে প্রধান কার্যালয় বা কোন শাখায় হিসাব বন্ধ করে প্রধান কার্যালয় বা অন্য কোন শাখায় হিসাব খোলা যাবে।

(ত) ব্যক্তি বিশেষ ছাড়া কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার নামে বিনিয়োগ হিসাব খোলা যাবে না।

(থ) বিনিয়োগ হিসাব খোলার জন্য KYC ফরম যথাযথভাবে পুরণ করতে হবে।

(দ) বিনিয়োগ হিসাব খোলার জন্য CDBL BO Account Opening Form যথাযথভাবে পুরণ ও স্বাক্ষর করতে হবে।

(ধ) উল্লেখ্য যে, CMDP চুক্তির কৌশলগত কারণে বিনিয়োগ হিসাব খোলা বন্ধ রয়েছে।

০৩। আমানত ও ইক্যুইটি (DEPOSIT AND EQUITY):

(ক) কোন হিসাব খোলার জন্য ন্যূনতম জমা নগদে ৫০০০.০০ (পাচ হাজার) টাকা এবং ন্যূনতম অতিরিক্ত জমা ২০০০.০০ (দুই হাজার) টাকা অ্যাকাউন্ট পেয়িচেক/ড্রাফট্ বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য হবে । তবে হিসাবের ডেবিট জের সমন্বয়, সিকিউরিটি উত্তোলন বা হিসাববদ্ধ করার ক্ষেত্রে উক্ত জমা যে কোন অংকের হতে পারে।

(খ) সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগ হিসাবের ইক্যুইটি নিম্নোক্তভাবে নির্ধারিত হবেঃ
স্থিত পোর্টফোলিও সম্পদের বাজার মূল্য + ব্যালেন্স {(+) ক্রেডিট) অথবা (-) ডেবিট)}।

(গ) গৃহীত জামানত এর জন্য জমা বই এ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা স্বাক্ষর করবেন। প্রতিদিনের জমা অর্থ উক্ত দিনে হিসাব মিলিয়ে ডিপার্টমেন্ট/শাখা প্রধান-কে অবগত করে তা একই দিনে ব্যাংকে জমা করতে হবে ।

(ঘ) সর্বশেষ ক্রেডিট ব্যালেন্স বিনিয়োগকারীর নিজস্ব ব্যালেন্স হিসেবে গণ্য করা হবে। বিনিয়োগ হিসাবে ক্রেডিট ব্যালেন্সের উপর কোন সুদ প্রদান করা হবে না।

০৪। ঋণ ও মার্জিন (LOAN AND MARGIN):

(ক) বিনিয়োগ হিসাবধারীদের নিজস্ব আমানতের/পত্রকোষভুক্ত সম্পদের মূল্যের ভিত্তিতে নির্ণীত মার্জিন এর বিপরীতে আইসিবি কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে নির্ধারিত হারে ঋণ প্রদান করা হবে। তবে কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন হলে মার্জিন এর বিপরীতে ঋণ প্রদানের হার পরিবর্তন করতে পারবেন। অধিকন্তু, কর্পোরেশন বিশেষ পরিস্থিতিতে সাময়িকভাবে ঋণ প্রদান স্থগিত রাখতে পারে।

(খ) এই স্কিমের আওতায় একটি বিনিয়োগ হিসাবে সর্বোচ্চ ২০,০০,০০০.০০ (বিশ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত ঋণ সুবিধা দেয়া হবে। তবে কর্তৃপক্ষ ঋণ সীমা পুনঃনির্ধারণের ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

(গ) **আইপিও এর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর জারিকৃত নিয়ম অনুসরণ করা হবে।** শুধুমাত্র দ্বিমাত্রিক বাজারে (স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে) তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজ ক্রয়ের জন্য প্রচলিত হারে ঋণ প্রদান করা হবে। তবে কর্পোরেশন এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত নিরুৎসাহিত তালিকার সিকিউরিটিজ এর ক্ষেত্রে ঋণ প্রদানের বিষয়ে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। ঋণ সুবিধার বিপরীতে ক্রয়কৃত সিকিউরিটিজ ঋণের জামানত হিসেবে জমা থাকবে। ঋণের বিপরীতে অতিরিক্ত কোন সহ-জামানত গ্রহণ করা হবে না।

(ঘ) কর্পোরেশন কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত হার অনুযায়ী বিনিয়োগকারীর নিজস্ব তহবিল (OWN EQUITY) এর বিপরীতে (আলাদাভাবে গ্রাহক কর্তৃক কোন নির্দেশ না থাকলে) প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী সর্বোচ্চ সীমা পর্যন্ত ঋণ অনুমোদন করা হবে। উক্ত ঋণ সংশিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক অনুমোদন করা হবে, তবে প্রাত্যহিক অবস্থান (DAILY POSITION) ডিপার্টমেন্ট/ডিভিশন প্রধানের অবগতির জন্য উপস্থাপন করতে হবে। শাখার ক্ষেত্রে শাখা প্রধান সর্বোচ্চ ঋণ সীমার মধ্যে যে কোন অংকের ঋণ অনুমোদন করতে পারবেন।

(ঙ) বিনিয়োগ হিসাবে যে কোন লেনদেনের ক্ষেত্রে MOMS সফটওয়্যার এর মাধ্যমে মার্জিন স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুনঃনির্ধারিত হবে এবং প্রতি অর্থ বছরের শেষে চূড়ান্তভাবে প্রতিটি হিসাবের ঋণ সমন্বয় অথবা নবায়ন করতে হবে। নতুন বিনিয়োগ হিসাবের ক্ষেত্রে হিসাব খোলার/ঋণ প্রদানের সাথে সাথে ঋণ পরিশোধ তফসিল গ্রাহককে জানাতে হবে এবং সে অনুযায়ী সংশিষ্ট হিসাবে পাওনা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ সংক্রান্তে বিনিয়োগ হিসাবধারীদেরকে হিসাব খোলার তারিখ হতে প্রথম ছয় মাস অতিবাহিত হওয়ার পর হিসাবে স্থিত ঋণের ২৫%

পরিশোধ করতে হবে। পরবর্তী কিস্তিসমূহ প্রতি তিন মাস অন্তর তাঁদের মার্জিন-ঋণের স্থিতির উপর ২৫% হারে পরিশোধ করতে হবে এবং বছরান্তে গৃহীত ঋণ সম্পূর্ণ সমন্বয় করতে হবে।

পুরাতন বিনিয়োগ হিসাবের ক্ষেত্রেও প্রতি তিন মাস অন্তর ঋণ পরিশোধের জন্য পত্র দিতে হবে এবং উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে ঋণ সমন্বয় না করলে পুনরায় তাগাদাপত্র দিতে হবে। এভাবে প্রতি অর্থ বছরের শেষে চূড়ান্তভাবে ঋণ পরিশোধপূর্বক হিসাব নবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট হিসাবধারীদের নিকট পত্র দিতে হবে। পত্র/তাগাদাপত্র প্রেরণের পরও কোন বিনিয়োগ হিসাবধারী ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে পাওনা আদায়ের জন্য বিধি/বিধান মোতাবেক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(চ) মূলধন ব্যয় (Cost of Capital/Fund), প্রচলিত ব্যাংক রেট (Bank Rate), পরিচালন ব্যয়, রিস্ক ফ্যাক্টর মার্জিন ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে সংস্থা কর্তৃক ঋণের উপর সুদের হার সময় সময় পুনঃনির্ধারণ করা হবে।

(ছ) কোন বিনিয়োগকারী ঋণ হিসাবে গৃহীত অর্থ দিয়ে আইসিবি'র নিজস্ব শেয়ার, আইসিবি'র ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত মিউচুয়াল ফান্ড সার্টিফিকেট বা ইউনিট বা অনুরুপ কোন সার্টিফিকেট ক্রয় করতে পারবেন না। আইসিবি'র ইউনিট সার্টিফিকেট বা সমপ্রকৃতির কোন সার্টিফিকেট ব্যতীত আইসিবি'র ইস্যুকৃত অন্যান্য সার্টিফিকেট দ্বিমাত্রিক বাজার হতে গৃহীত ঋণের অর্থ দিয়ে ক্রয় করা যাবে।

(জ) ন্যূনতম ইক্যুইটি মার্জিন (Minimum Equity) বজায় রাখার জন্য নিম্নোক্ত সূত্রটি অনুসরণ করতে হবেঃ

$$\frac{\text{একাউন্ট হোল্ডারের নিজস্ব তহবিল}}{\text{স্থিত পোর্টফোলিও সম্পদের বাজারমূল্য}} \times ১০০ = \ldots\ldots\ldots\ldots\%$$

আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এবং উন্নত দেশগুলোতে প্রয়োগকৃত উপরোক্ত সূত্রের ভিত্তিতে প্রণয়নকৃত বিনিয়োগ হিসাবের পত্রকোষ ভিত্তিক মার্জিন ও ক্রয় ক্ষমতা নির্ণয়ের সূত্রটি নীচে উল্লেখ করা হলো:

1. $\text{Margin} = \frac{\text{Value of Assets} + \text{Balance}}{\text{Value of Assets}} \times 100$

2. $\text{Purchasing Power} = \frac{\text{Value of Assets } (1 - \text{Margin}) + \text{Current Balance}}{\text{Margin}}$

$$\text{Here, Value of Assets} = \frac{\text{Market price of Assets} + \text{NAV of Assets}}{2}$$

(ঝ) মার্জিন ও ক্রয় ক্ষমতা নির্ণয়ের নিমিত্তে উপরোক্ত সূত্র প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছু নির্দিষ্ট Control Mechanism অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যাতে স্টক এক্সচেঞ্জের মূল্য সূচকের অস্বাভাবিক উত্থান/পতনের সময় ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এই কন্ট্রোল মেকানিজমগুলো হচ্ছে Classified Margin ও Control Margin । কোন বিনিয়োগ হিসারের মার্জিন নির্ণয় করে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে পত্রকোষের বাজারমূল্যের ভিত্তিতে বিনিয়োগ হিসাবের মোট সম্পদের মূল্য নির্ণয়ের সময় Classified Margin ব্যবহার করে নির্দিষ্ট কোন কোম্পানির সিকিউরিটিজের মূল্য নিয়ন্ত্রণ (কোন সিকিউরিটিজের সম্পূর্ণ বাজার মূল্য বা আংশিক বাজার মূল্য বা শূন্য বাজার মূল্য ধরে সম্পদ মূল্য নির্ণয়ের মাধ্যমে) করা যাবে। অপরদিকে কোন আইপিও বা দ্বিমাত্রিক বাজার হতে সিকিউরিটিজ ক্রয়ের ক্ষেত্রে ঋণ প্রদান করা হবে কি হবে না তা নিয়ন্ত্রণের জন্য Control Margin ব্যবহৃত হবে। সিকিউরিটিজের দর অত্যধিক বৃদ্ধি পেলে সে সময় উক্ত সিকিউরিটিজ ক্রয়ের ক্ষেত্রে ঋণ প্রদানের সময় মূল্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সিকিউরিটিজ নির্ধারিত মূল্যের উপরে যাতে ক্রয় করা না হয় সে লক্ষ্যে Control Margin ব্যবহৃত হবে।

(ঞ) আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ও বহুল ব্যবহৃত মূল্য-আয় অনুপাত (Price Earning Ratio i.e; P/E Ratio) ও ডিভিডেন্ড ইল্ড (Dividend Yield) ব্যবহার করে মার্জিন নির্ধারণ করতে হবে। তবে প্রতিটি কোম্পানির স্থিতিপত্র মূল্যায়ন এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বিবেচনায় এনে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে মূল্য-আয় অনুপাত পুনঃনির্ধারণপূর্বক Classified Margin ও Control Margin সময়ে সময়ে পরিবর্তন করা হবে।

(ট) ন্যূনতম ইক্যুইটি মার্জিনে পৌঁছানোর পূর্বেই একাউন্ট হোল্ডারকে তা অবহিত করতে হবে এবং উক্ত মার্জিন অতিক্রম করার সাথে সাথে পর্যাপ্ত মার্জিন জমা প্রদান/ঋণ পরিশোধ এর জন্য বিনিয়োগ হিসাবধারীগণকে পত্র/তাগাদাপত্র প্রেরণ করতে হবে। এর পরও ঋণ পরিশোধ/মার্জিন সমন্বয় না হলে কর্পোরেশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাজার পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে সিকিউরিটিজ বিক্রয় করে ন্যূনতম মার্জিন বজায় রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(ঠ) পোর্টফোলিও প্রস্তুত করার সময় ঋণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অনুমোদিত ঋণ ন্যূনতম তিনটি কোম্পানির সিকিউরিটিতে সমানুপাতে বিনিয়োগ করতে হবে।

০৫। দলিল সম্পাদন (DOCUMENTATION):

(ক) হিসাব খোলার আবেদন ফরম;
(খ) নমুনা স্বাক্ষর কার্ড;
(গ) বিনিয়োগ হিসাব খোলার শর্তাবলী ও অঙ্গীকারনামা;
(ঘ) ঘোষণাপত্র;
(ঙ) প্রতিজ্ঞাপত্র (DEMAND PROMISSORY NOTE);
(চ) REVIVAL LETTER;
(ছ) LETTER OF GENUINITY;
(জ) LETTER OF LIEN;
(ঝ) বিনিয়োগ হিসাবধারী/হিসাব পরিচালনাকারীর সত্যায়িত ছবি;
(ঞ) জাতীয় পরিচয় পত্র (NID)/বাংলাদেশী পাসপোর্ট/জন্ম সনদ এর ফটোকপি;

উপরোক্ত দলিলসমূহের নমুনা কপি এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো। (পৃষ্ঠা ২৬ হতে ৩৫)

০৬। বিনিয়োগ হিসাবের ব্যয় (EXPENSES ON INVESTMENT ACCOUNT):

প্রতিটি হিসাব খোলার আবেদন ফরমের মূল্য বাবদ ১০.০০ (দশ) টাকা এবং ঋণের উপর নির্ধারিত সুদ ছাড়াও নিম্নোক্ত ব্যয়সমূহ বিনিয়োগকারীকে বহন করতে হবেঃ

(ক) প্রয়োজনীয় দলিল সম্পাদনের ব্যয় (যদি থাকে);
(খ) চেক/ড্রাফট ইত্যাদি নগদায়ন ব্যয়;
(গ) প্রবাসী বিনিয়োগকারীদের সাথে যোগাযোগ ব্যয়;
(ঘ) নিয়মানুযায়ী (বছরে দু'বার) যান্মাসিক ভিত্তিক হিসাব বিবরণী/পত্রকোষ বিবরণী প্রদানের জন্য কোন ফি দিতে হবে না। অতিরিক্ত (বছরে দু'বারের অধিক) প্রতিটি হিসাব বিবরণী/পত্রকোষ বিবরণী সরবরাহের জন্য ন্যূনতম ১০.০০ টাকা বিনিয়োগ হিসাবে চার্জ করা হবে। পাশাপাশি পূর্ববর্তী কয়েক বছরের হিসাব বিবরণী/পত্রকোষ বিবরণী প্রদানের জন্য কোন বিনিয়োগ হিসাবধারী অনুরোধ জানালে সেক্ষেত্রে পূর্ববর্তী প্রতি অর্থ-বছরের প্রতিটি হিসাব বিবরণী / পত্রকোষ বিবরণীর জন্য ন্যূনতম ১০.০০ টাকা বিনিয়োগ হিসাবে চার্জ করা হবে;
(ঙ) সিকিউরিটি উত্তোলনের জন্য সার্ভিস চার্জ;
(চ) শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের বিপরীতে ব্রোকারেজ চার্জ;
(ছ) বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ ফি;
(জ) কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য চার্জসমূহ;

উপরোক্ত ব্যয়সমূহ ছাড়া ক্ষুদ্র ও মাঝারি বিনিয়োগকারীগণকে বিনিয়োগে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে আইসিবি কর্তৃক বিনিয়োগকারীগণকে প্রদত্ত অন্যান্য সেবাসমূহের (যেমন-ব্যবস্থাপনা ফি, বিনিয়োগ পরামর্শ ফি ইত্যাদি) বিপরীতে কোন ফি ধার্য্য করা হয় না/ সেবাসমূহ ফি এর আওতামুক্ত থাকবে।

০৭। লভ্যাংশ, সুদ, বোনাস/রূপান্তরিত শেয়ার ও অন্যান্য সুবিধাসমূহ (DIVIDEND INTEREST, BONUS/CONVERTED SHARE AND OTHER BENEFITS):

(ক) বিনিয়োগ হিসাবে অর্জিত লভ্যাংশ, সুদ, বোনাস শেয়ার, কনভার্টেবল শেয়ার, Stock Split, রিফান্ড মানি, সিকিউরিটিজ বিক্রয়লব্ধ অর্থ ও অন্যান্য আয় ইত্যাদি প্রাপ্তির তারিখ হতে সর্বোচ্চ ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে বিনিয়োগ হিসাবে জমা করতে হবে।

(খ) বুক ক্লোজার তারিখ আরাম্ভের পূর্বে সক্রিয় হিসাব থেকে সিকিউরিটি উত্তোলন কিংবা হিসাব বন্ধকরণের ক্ষেত্রে সিকিউরিটি উত্তোলনের সময় হিসাবধারী/পরিচালনাকারীর কাছ থেকে এ মর্মে অঙ্গীকারনামা গ্রহণ করতে হবে যে, আইসিবি'র বিনিয়োগ হিসাব থেকে সিকিউরিটি উত্তোলনের পর যথাশীঘ্রে সম্ভব উত্তোলিত সিকিউরিটিসমূহ হিসাবধারীগণ তাঁদের নামে হস্তান্তর ও নিবন্ধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। অন্যথায় উত্তোলিত সিকিউরিটি সমূহের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট কোম্পানী কর্তৃক ঘোষিত লভ্যাংশ, সুদ, বোনাস/রূপান্তরিত শেয়ারসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগ হিসাবে জমা না হয়ে পরবর্তী বুক ক্লোজিং এর তারিখ শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত স্থগিত হিসাবে থাকবে। উত্তোলিত সিকিউরিটির বিপরীতে প্রাপ্ত এসব সুবিধাসহ পরবর্তীতে উত্তোলনের তারিখের পরবর্তী বুক- ক্লোজিং এর তারিখ শুরু হওয়ার সাথে সাথেই স্থগিত হিসাব হতে আইসিবি'র আয় হিসাবে স্থানান্তরিত হবে যা বিনিয়োগ হিসাবধারী প্রাপ্য হবেন না। তবে এক্ষেত্রে কোন বিনিয়োগ হিসাবধারী উত্তোলিত সিকিউরিটির বিপরীতে প্রাপ্য সুযোগ সুবিধাসমূহের ব্যাপারে সিকিউরিটি উত্তোলনের তারিখ হতে পরবর্তী বুক ক্লোজিং এর তারিখ শুরু হওয়ার পূর্বে যৌক্তিক দাবী উত্থাপন করলে তা যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে উত্তোলন দেয়া যেতে পারে।

(গ) বিনিয়োগ হিসাবধারী/পরিচালনাকারী যদি কোন কোম্পানীর বুক ক্লোজিং চলাকালীন সময়ে হিসাব সক্রিয় রেখে অথবা হিসাব বন্ধকরণের লক্ষ্যে সিকিউরিটি উত্তোলন গ্রহণ করেন তবে সেই বুক ক্লোজিং এর বিপরীতে প্রাপ্য লভ্যাংশ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাসমূহ বিনিয়োগ হিসাবধারীর হিসাবে বরাদ্দ করা হবে এবং উক্ত বিনিয়োগ হিসাবের সিকিউরিটি উত্তোলনের তারিখের সর্বোচ্চ এক বছরের মধ্যে (অবশ্যই উত্তোলনের তারিখ হতে পরবর্তী বুক-ক্লোজিং এর তারিখ শুরু হওয়ার পূর্বে) সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগ হিসাবধারী/পরিচালনাকারীর যৌক্তিক দাবীর প্রেক্ষিতে উক্ত সুযোগ-সুবিধাসমূহ উত্তোলন দেয়া যেতে পারে। এক বছর অতিক্রান্ত হলে লভ্যাংশসহ অন্যান্য প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধাসমূহ আইসিবি'র আয় হিসাবে স্থানান্তর করা হবে।

(ঘ) কোন বিনিয়োগ হিসাবধারী/পরিচালনাকারী কর্তৃক হিসাব সক্রিয় রেখে বা হিসাব বন্ধকরণের ক্ষেত্রে সিকিউরিটি উত্তোলনের সময় উত্তোলনের তারিখের পূর্বে কোম্পানী কর্তৃক ঘোষিত লভ্যাংশ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাসমূহ উত্তোলনের সময় পর্যন্ত আইসিবি'তে প্রেরিত না হয়ে থাকলে সেক্ষেত্রে উত্তোলন পরবর্তীতে সেসব সুযোগ- সুবিধাসমূহ কোম্পানী হতে প্রাপ্তি সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগ হিসাবসমূহে বন্টন করা হবে এবং সিকিউরিটি উত্তোলনের তারিখের সর্বোচ্চ এক বছরের মধ্যে (অবশ্যই উত্তোলনের তারিখ হতে পরবর্তী বুক-ক্লোজিং এর তারিখ শুরু হওয়ার পূর্বে) বিনিয়োগ হিসাবধারী/পরিচালনাকারীর যৌক্তিক দাবীর প্রেক্ষিতে উক্ত সুযোগ-সুবিধাসমূহ উত্তোলন দেয়া যাবে। এক বছর অতিক্রান্ত হলে উক্ত সুযোগ-সুবিধাসমূহ আইসিবি'র হিসাবে স্থানান্তর করা হবে।

(ঙ) অনেক কোম্পানী তাদের সিকিউরিটির বিপরীতে লভ্যাংশ, সুদ, বোনাস শেয়ারসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ঘোষণা করলেও তা প্রদানের ব্যাপারে বিলম্ব করে থাকে। কতিপয় কোম্পানীর এ ধরণের সুযোগ-সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত অতীত কার্যক্রম পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে যে, এসব কোম্পানী কর্তৃক ঘোষিত সুযোগ-সুবিধাসমূহ কয়েক বছর পরও কোম্পানী প্রদান করেনি। এ ধরনের কোম্পানীর সিকিউরিটি উত্তোলনের ক্ষেত্রে কোম্পানী কর্তৃক ঘোষিত সুযোগ সুবিধাসমূহ উত্তোলনের তারিখ হতে এক বছরের মধ্যে এমন কি এর পরও যদি কোম্পানী প্রদান না করে তবে সেক্ষেত্রে উত্তোলিত সিকিউরিটির বিপরীতে সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য নির্ধারিত এক বছর সময়সীমা অনেক ক্ষেত্রে মেনে চলা যুক্তিসংগত হবে না। এ ক্ষেত্রে কোম্পানী কর্তৃক ঘোষিত সুযোগ-সুবিধাসমূহ কয়েক বছর পরও যদি কোম্পানী প্রদান করে তবে তা বিনিয়োগ হিসাবধারী/পরিচালনাকারীর যৌক্তিক দাবীর প্রেক্ষিতে উত্তোলন দেয়া যেতে পারে।

০৮। সিকিউরিটিজ উত্তোলন (WITHDRAWAL OF SECURITIES):

(ক) কোন একটি চালু হিসাবে ন্যূনতম ৫,০০০.০০ (পাঁচ হাজার) টাকা নগদ তহবিল বা সমমূল্যের (বাজার মূল্য বা ক্রয় মূল্যের মধ্যে যে দর কম সেই দরে) সিকিউরিটিজ অথবা সিকিউরিটিজ ও নগদ তহবিল উভয় মিলে ৫০০০.০০ (পাঁচ হাজার) টাকার সম্পদ সংরক্ষণ করে অবশিষ্ট সিকিউরিটিজ উত্তোলন করা যাবে। কোন বিনিয়োগ হিসাবে ডেবিট জের থাকলে উক্ত বিনিয়োগ হিসাব হতে সিকিউরিটিজ উত্তোলন করা যাবে না।

(খ) ক্রেডিট জের থাকা সাপেক্ষে বিনিয়োগ হিসাবে স্থিত অভৌতিককৃত শেয়ার অর্থাৎ কাগজের শেয়ার বিনিয়োগকারীর আবেদনের প্রেক্ষিতে উত্তোলন করা যাবে। এক্ষেত্রে বিনিয়োগ হিসাবধারী কিংবা তাঁর অনুমোদিত পরিচালনাকারীর স্বাক্ষর এবং হালনাগাদ তথ্য যাচাইপূর্বক ডিপার্টমেন্ট প্রধানের অনুমোদন সাপেক্ষে কাগজের শেয়ার উত্তোলনের জন্য আবেদনপত্রটি শেয়ারস্ ডিপার্টমেন্টে প্রেরণ করতে হবে। শেয়ারস্ ডিপার্টমেন্ট হতে কাগজের শেয়ার প্রাপ্তি সাপেক্ষে যথাযথ অনুমোদন গ্রহণ করে বিনিয়োগকারীকে তা প্রদান করা হবে। তবে শাখার ক্ষেত্রে শাখা প্রধানের অনুমোদন সাপেক্ষে উপরোক্ত কার্যক্রম সম্পন্ন হবে।

(গ) বিনিয়োগকারীকে শেয়ার হস্তান্তরের সময় তা সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্ট/শাখা কর্তৃক যথাযথভাবে রেজিস্টারে সংরক্ষণ করতে হবে এবং উক্ত রেজিস্টারে বিনিয়োগকারীর স্বাক্ষর গ্রহণ করতে হবে।

(ঘ) আইসিবি ইউনিট সার্টিফিকেট উত্তোলনের ক্ষেত্রে গ্রাহক সেবার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বিনিয়োগ হিসাবধারী কিংবা তার অনুমোদিত পরিচালনাকারীর নিকট হতে ইউনিট সার্টিফিকেট উত্তোলনের আবেদনপত্রটি গ্রহণ করে স্বাক্ষর যাচাইয়ের জন্য আবেদনপত্রটি স্বাক্ষর যাচাইকারী কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করবেন। স্বাক্ষর যাচাইকারী কর্মকর্তা বিনিয়োগ হিসাবধারী কিংবা তাঁর অনুমোদিত পরিচালনাকারীর স্বাক্ষর এবং হালনাগাদ তথ্য যাচাই করে নির্ধারিত স্থানে স্বাক্ষরপূর্বক সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট ফেরত পাঠাবেন।

(ঙ) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা আবেদনপত্রটি সহ অন্যান্য ডকুমেন্টস (যদি থাকে) ডিপার্টমেন্ট প্রধানের নিকট উপস্থাপন করবেন। ডিপার্টমেন্ট প্রধান তা যাচাইপূর্বক অডিট ডিপার্টমেন্টে প্রেরণ করবেন। অডিট ডিপার্টমেন্ট নিরীক্ষান্তে ইনভেস্টরস্ ডিপার্টমেন্টে প্রেরণ করবেন। ইনভেস্টরস্ ডিপার্টমেন্টের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ইউনিট সার্টিফিকেট উত্তোলনের আবেদনপত্রটি আর্থিক ক্ষমতা অর্পন নীতিমালা অনুযায়ী অনুমোদন সাপেক্ষে শেয়ারস্ ডিপার্টমেন্টে প্রেরণ করবেন। পরবর্তীতে শেয়ারস্ ডিপার্টমেন্ট হতে ইউনিট সার্টিফিকেট প্রাপ্তি সাপেক্ষে বিনিয়োগকারীকে তা প্রদান করা হবে। বিনিয়োগকারীকে ইউনিট সার্টিফিকেট হস্তান্তরের সময় সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক যথাযথভাবে রেজিস্টারে সংরক্ষণ করতে হবে এবং উক্ত রেজিস্টারে বিনিয়োগকারীর স্বাক্ষর গ্রহণ করতে হবে। তবে শাখার ক্ষেত্রে শাখা প্রধানের অনুমোদন সাপেক্ষে উপরোক্ত কার্যক্রম সম্পন্ন হবে।

(চ) বিনিয়োগকারীর লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে বিনিয়োগ হিসাব বন্ধকরণের নিমিত্ত বিক্রয় ও উত্তোলন অযোগ্য সিকিউরিটিজ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে যথাযথভাবে রেজিস্টারে সংরক্ষণ করে বিনিয়োগ হিসাবের জন্য পরিচালিত SUSPENSE ACCOUNT এ স্থানান্তর করতে হবে। তবে শাখার ক্ষেত্রে শাখা প্রধানের অনুমোদন সাপেক্ষে উপরোক্ত কার্যক্রম সম্পন্ন হবে।

০৯। বিনিয়োগ হিসাব হতে অর্থ উত্তোলন/স্থানান্তর (WITHDRAWAL / TRANSFER OF FUND):

(ক) কোন একটি চালু বিনিয়োগ হিসাব থেকে তহবিল স্থানান্তর/উত্তোলনের সময় উক্ত হিসাবে ন্যূনতম ৫,০০০.০০ (পাঁচ হাজার) টাকা নগদ তহবিল বা সমমূল্যের (বাজার মূল্য) সিকিউরিটিজ অথবা সিকিউরিটিজ ও নগদ তহবিল উভয় মিলে ৫০০০.০০ (পাঁচ হাজার) টাকার সম্পদ সংরক্ষণ করে শুধুমাত্র ক্রেডিট ব্যালেন্স থাকা সাপেক্ষে তহবিল উত্তোলন/স্থানান্তর করা যাবে। **তবে KYC হালনাগাদ না থাকলে বিনিয়োগ হিসাব হতে তহবিল স্থানান্তর/উত্তোলন করা যাবে না।**

(খ) কোন বিনিয়োগ হিসাবধারী তাঁর নিজের ও তাঁর দ্বারা পরিচালিত বিনিয়োগ হিসাব ছাড়া অন্য কোন হিসাব হতে তহবিল উত্তোলন /স্থানান্তর করতে পারবেন না।

(গ) গ্রাহক সেবার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বিনিয়োগ হিসাবধারী কিংবা তার অনুমোদিত পরিচালনাকারীর নিকট হতে তহবিল স্থানান্তর/উত্তোলনের আবেদনপত্র গ্রহণ করবেন। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা স্বাক্ষর যাচাইয়ের জন্য তহবিল স্থানান্তর/উত্তোলনের আবেদনপত্রটি স্বাক্ষর যাচাইকারী কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করবেন।

(ঘ) স্বাক্ষর যাচাইকারী কর্মকর্তা বিনিয়োগ হিসাবধারী কিংবা তাঁর অনুমোদিত পরিচালনাকারীর স্বাক্ষর এবং হালনাগাদ তথ্য যাচাই করে নির্ধারিত স্থানে স্বাক্ষরপূর্বক সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট ফেরত পাঠাবেন।

(ঙ) পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা উক্ত বিনিয়োগ হিসাবের আর্থিক জের এবং অবস্থান যাচাই করবেন। এরপর কর্পোরেশন কর্তৃক অনুমোদিত কম্পিউটারাইজেশন এর ফ্লো চার্ট অনুযায়ী কার্যাবলী সম্পাদিত হবে।

(চ) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা আবেদনপত্রটি ডিপার্টমেন্ট প্রধানের নিকট পেশ করবেন। ডিপার্টমেন্ট প্রধান/উপ-মহাব্যবস্থাপক তা যাচাইপূর্বক অডিট ডিপার্টমেন্টে প্রেরণ করবেন। অডিট ডিপার্টমেন্ট নিরীক্ষা করে তা ইনভেস্টরস্ ডিপার্টমেন্টে প্রেরণ করবেন। ইনভেস্টরস্ ডিপার্টমেন্টের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা তহবিল উত্তোলনের আবেদনপত্রটি ব্যবসায়িক ক্ষমতা অর্পনপত্র অনুযায়ী অনুমোদন সাপেক্ষে Account payee চেক প্রস্তুত/BEFTN এর মাধ্যমে গ্রাহকের ব্যাংক হিসাবে উত্তোলনযোগ্য টাকা প্রেরণের জন্য তা সেন্ট্রাল অ্যাকাউন্টস্ ডিপার্টমেন্টে প্রেরণ করবেন। তহবিল স্থানান্তরের ক্ষেত্রে ভাউচার তৈরীর জন্য ইনভেস্টরস্ ডিপার্টমেন্ট প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(ছ) বিনিয়োগ হিসাবসমূহে ডেবিট স্থিতির বিপরীতে সম্পদ মূল্য ১৫০% এর কম হলে বিনিয়োগ হিসাবধারী কর্তৃক পরিচালিত অপরাপর ক্রেডিট স্থিতিযুক্ত বিনিয়োগ হিসাব হতে তহবিল উত্তোলন করা যাবে না। তবে ডেবিট স্থিতির বিপরীতে পরিচালিত প্রত্যেকটি হিসাবে ১৫০% সম্পদ মূল্য থাকলে বিনিয়োগ হিসাবধারী কর্তৃক পরিচালিত অপরাপর ক্রেডিট স্থিতিযুক্ত বিনিয়োগ হিসাব হতে তহবিল উত্তোলন করা যাবে।

(জ) কোন নির্দেশ না থাকলে যৌথ হিসাবের ক্ষেত্রে ১ম ধারকের নামে Account payee চেক ইস্যু/BEFTN এ অর্থ প্রেরণ করা হবে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক তহবিল উত্তোলন রেজিস্টারে চেক নম্বর ও টাকার পরিমাণ লিপিবদ্ধ করে বিনিয়োগ হিসাবধারী অথবা তাঁর অনুমোদিত ব্যক্তির স্বাক্ষর গ্রহণের পর Account payee চেক প্রদান করা যাবে।

(ঝ) তহবিল উত্তোলনের আবেদনের বিপরীতে বিনিয়োগকারীর অনুকূলে Account payee চেক ইস্যুর তারিখ হতে ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে আবেদনকারী গ্রহণ না করলে ইনভেস্টরস্ ডিপার্টমেন্টের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা তহবিল উত্তোলনের আবেদনপত্রটি নিজ দায়িত্বে রেখে ইস্যুকৃত চেকটি বাতিলকরণের জন্য ডিপার্টমেন্ট প্রধানের মাধ্যমে সেন্ট্রাল অ্যাকাউন্টস্ ডিপার্টমেন্টে ফেরত পাঠাবেন।

(ঞ) শাখার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সকল কার্যাদি ও আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদন করে শাখা প্রধান তহবিল স্থানান্তর/উত্তোলনের অনুমোদন প্রদান করবেন।

(ট) বিনিয়োগ হিসাবসমূহে ডেবিট স্থিতির বিপরীতে সম্পদ মূল্য ১৫০% এর কম থাকলেও ডেবিট ব্যালেন্স সমন্বয় ও রিবেট সুবিধা গ্রহণ করার জন্য বিনিয়োগ হিসাবধারী কর্তৃক পরিচালিত অপরাপর ক্রেডিট স্থিতিযুক্ত বিনিয়োগ হিসাব হতে তহবিল স্থানান্তর করা যাবে।

(ঠ) তহবিল উত্তোলনের ক্ষেত্রে কর্পোরেশনের কর্মকর্তা কর্তৃক বিনিয়োগ হিসাবধারকের জাতীয় পরিচয়পত্রের সঠিকতা যাচাই করতে হবে। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে জাতীয় পরিচয়পত্র না থাকলে/জাতীয় পরিচয়পত্রের সঠিকতা যাচাই করা সম্ভব না হলে অন্যান্য প্রমাণক (যেমনঃ বাংলাদেশী পাসপোর্ট/নিবন্ধিত জন্ম সনদ/ড্রাইভিং লাইসেন্স) জমা গ্রহণ সাপেক্ষে আইসিবি ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে বিনিয়োগ হিসাব হতে তহবিল উত্তোলন দেয়া যাবে।

১০। শেয়ার ক্রয় ও বিক্রয় (PURCHASE AND SALE OF SECURITIES):

(ক) প্রাথমিক বাজার হতে অর্থাৎ আইপিও-র মাধ্যমে সিকিউরিটিজ ক্রয়ের আবেদনের ক্ষেত্রে ক্রেডিট ব্যালেন্স/নগদ অর্থ জমা প্রদান সাপেক্ষে আইসিবি'র নির্ধারিত ফর্মের মাধ্যমে লিখিত ক্রয় আদেশ প্রদান করতে হবে। উল্লেখ্য যে, IPO এর জন্য জমাকৃত টাকা উক্ত বিনিয়োগ হিসাবের BLOCK A/C এ সংরক্ষিত থাকবে।

(খ) দ্বিমাত্রিক বাজারে সিকিউরিটিজ ক্রয়/বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রয়/বিক্রয় আদেশ নিম্নোক্ত দুইভাবে প্রদান করা যাবেঃ

i. বাজার মূল্য (MARKET PRICE)
ii. নির্দিষ্ট মূল্য (LIMIT ORDER)

(গ) বাজার মূল্যের লিখিত ক্রয়/বিক্রয় আদেশের ক্ষেত্রে ক্রেতা/বিক্রেতাকে সম্ভাব্য সর্বোত্তম মূল্যে (AT BEST PRICE) এবং সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ে (WITHIN THE SHORTEST POSSIBLE TIME) ক্রয়/বিক্রয় নিশ্চিত করতে হবে। নির্দিষ্ট মূল্যে ক্রয়/বিক্রয় আদেশ এর অধীনে ক্রেতা/বিক্রেতা কর্তৃক আদেশে উল্লিখিত মূল্য অনুযায়ী ক্রয়/বিক্রয় আদেশ কার্যকর করতে হবে।

(ঘ) প্রাথমিক/দ্বিমাত্রিক বাজার হতে সিকিউরিটি ক্রয়ের লক্ষ্যে প্রতিটি কোম্পানির সার্বিক আর্থিক অবস্থা, ভবিষ্যত সম্ভাবনা, প্রবৃদ্ধি (Growth), শেয়ার প্রতি আয় (Earnings Per Share), মূল্য-আয় অনুপাত (P/E Ratio), বিগত বছরগুলোর লভ্যাংশ প্রদানের হার, ডিভিডেন্ড পে-আউট রেশিও (Dividend Pay Out Ratio), ডিভিডেন্ড ইল্ড (Dividend Yield), বুক ভ্যালু (Book Value), লভ্যাংশের প্রবৃদ্ধি ও পরিবর্তনশীলতা (Dividend Growth and Volatility of Dividend), বিনিয়োগ/মূলধন হতে প্রাপ্তি, বাজারে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের অবস্থা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে বিনিয়োগ হিসাবে সিকিউরিটি ক্রয়ের ক্ষেত্রে ঋণ প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

(ঙ) কেবলমাত্র বিনিয়োগ হিসাবধারী/হিসাব পরিচালনাকারী লিখিতভাবে/ই-মেইল প্রদত্ত আদেশ দ্বারা বিনিয়োগ হিসাবে ক্রয়/বিক্রয় করতে পারবে। বিনিয়োগ হিসাবধারী বা হিসাবধারী কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত পরিচালনাকারী ব্যতীত অন্য কেহ ক্রয়/বিক্রয় আদেশ প্রদান করতে পারবে না।

(চ) বিনিয়োগ হিসাবধারী/হিসাব পরিচালনাকারীকে লিখিত আদেশ প্রদানের সাথে সাথে হিসাবধারী/হিসাব পরিচালনাকারী কে প্রাপ্তি স্বীকারপত্র প্রদান করতে হবে।

(ছ) বিনিয়োগ হিসাবধারী বা হিসাব পরিচালনাকারী লিখিতভাবে/এসএমএস/ই-মেইল/অনলাইন সফটওয়্যার এর মাধ্যমে ক্রয়/বিক্রয় আদেশ প্রদান করতে পারবে।

(জ) বিনিয়োগ হিসাবধারী বা হিসাব পরিচালনাকারী হতে লিখিতভাবে/ এসএমএস/ ই-মেইল/ অনলাইন সফটওয়্যার এর মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় আদেশ প্রাপ্তির পর (বিনিয়োগকারীর লিখিত অন্য কোন নির্দেশনা না থাকলে) তা একই দিনে কার্যকর করতে হবে। লেনদেনের সময় অতিবাহিত হবার পরে প্রাপ্ত ক্রয়-বিক্রয় আদেশ তা পরবর্তী কর্মদিবসে কার্যকর করতে হবে।

ঝ) লিখিত ক্রয়-বিক্রয় আদেশ কার্যকর করার পর মোট ক্রয় মূল্য এবং মোট বিক্রয় মূল্যের উপর আইসিবি কর্তৃক বিভিন্ন সময় নির্ধারিত হারে ব্রোকারেজ কমিশন আরোপিত হবে। এই ব্রোকারেজ কমিশন সময় সময় পরিবর্তনের ক্ষমতা কর্পোরেশন সংরক্ষণ করে।

(ঞ) কোন বিনিয়োগ হিসাবধারী/পরিচালনাকারী প্রয়োজন মনে করলে ইতঃপূর্বে তাঁর প্রদত্ত ক্রয়/বিক্রয় আদেশ লিখিতভাবে বাতিল করতে পারবেন তবে সেক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয় আদেশ বাস্তবায়ন করার পূর্বেই ডিপার্টমেন্ট প্রধানের অনুমোদন গ্রহণ সাপেক্ষে তা বাতিল করতে হবে।

(ট) আইসিবি ইউনিট সার্টিফিকেট বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রথমে ইউনিট সার্টিফিকেট/সার্টিফিকেটসমূহ সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্ট হতে সংগ্রহপূর্বক নিরীক্ষা ছাড়পত্রের জন্য অডিট ডিপার্টমেন্টে প্রেরণ করতে হবে। অডিট ডিপার্টমেন্টের নিরীক্ষা ছাড়পত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে ইউনিট সার্টিফিকেট/সার্টিফিকেটসমূহ বিক্রয়ের জন্য ইউনিট ফান্ড ডিপার্টমেন্টে প্রেরণ করতে হবে। ইউনিট ফান্ড ডিপার্টমেন্ট হতে আইসিবির অনুকূলে প্রাপ্য চেক সংশ্লিষ্ট হিসাবে জমা করার পাশাপাশি বিনিয়োগ হিসাবে ক্রেডিট করতে হবে।

(ঠ) আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড এর ব্যবস্থাধীনে পরিচালিত ওপেন এন্ড মিউচ্যুয়াল ফান্ডসমূহ ক্রয়/বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হিসাবধারী/পরিচালনাকারীর আবেদন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে (ক্রয়ের ক্ষেত্রে চেকের সংযুক্তিসহ) ডিপার্টমেন্ট প্রধানের স্বাক্ষরযুক্ত পত্রের মাধ্যমে আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেডে প্রেরণ করতে হবে। বিক্রয়কৃত সিকিউরিটিজের বিপরীতে আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড হতে আইসিবির অনুকূলে প্রাপ্য চেক সংশ্লিষ্ট হিসাবে জমা করার পাশাপাশি বিনিয়োগ হিসাবে ক্রেডিট করতে হবে।

(ড) উপরিউক্ত বিধি-বিধান ছাড়াও বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত সার্কুলার/বিধি-বিধান অনুসরণ করতে হবে। তবে এক্ষেত্রে আইসিবি ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করা আবশ্যক।

১১। বিনিয়োগ হিসাব বন্ধকরণ (CLOSURE OF INVESTMENT ACCOUNT):

(ক) বিনিয়োগ হিসাবধারী/বিনিয়োগ হিসাব পরিচালনাকারীর লিখিত অনুরোধের প্রক্ষিতে হিসাবে স্থিত সমুদয় দেনা (যদি ডেবিট জের থাকে) নিষ্পত্তিপূর্বক এবং হিসাবভুক্ত সমুদয় সিকিউরিটিজ ও তহবিল (যদি ক্রেডিট জের থাকে) উত্তোলন গ্রহণ করে হিসাব বন্ধ করা যাবে।

(খ) যে সব কারণে কোন ব্যক্তি হিসাব খুলতে পারেন না পরবর্তীতে এমন কোন ঘটনার উদ্ভব হলে হিসাবটি বন্ধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(গ) বিনিয়োগ হিসাবধারী মৃত্যুবরণ করলে বিনিয়োগ হিসাবটি বন্ধ করতে হবে।

(ঘ) বিনিয়োগ হিসাবধারীর লেনদেন কর্পোরেশনের প্রচলিত রীতি-নীতি সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না হলে।

(ঙ) বন্ধ হিসাব কোন অবস্থাতেই পুনরায় চালু করা যাবে না।

(চ) যৌথ বিনিয়োগ হিসাবের ক্ষেত্রে যে কোন একজন হিসাবধারী মৃত্যুবরণ করলে বিনিয়োগ হিসাবটি বন্ধ করতে হবে।

(ছ) হিসাব বন্ধকরণের ক্ষেত্রে ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা রেখে অবশিষ্ট অর্থ উত্তোলন করা যাবে। বন্ধ বিনিয়োগ হিসাবের দায়-দেনা পরিশোধের পরে যে তহবিল অবশিষ্ট থাকবে তা পরবর্তী অর্থ বছর শেষে কর্পোরেশনের আয় খাতে নেয়া যাবে।

(জ) বিনিয়োগ হিসাবধারীর গ্রাহক পরিচিতি (KYC) হালনাগাদ করা সম্ভব না হলে কেবলমাত্র পরিচালনাকারীর গ্রাহক পরিচিতি (KYC) এবং ৩০০ টাকার নন-জুডিসিয়াল স্টাম্পে অঙ্গীকারনামা গ্রহণ করে পরিচালিত অন্যান্য হিসাবসমূহ বন্ধ করতে হবে।

(ঝ) বিনিয়োগ হিসাব বন্ধকরণের ক্ষেত্রে প্রথমে সংশ্লিষ্ট বিও হিসাব সিডিবিএল সফটওয়্যারে বন্ধ করতে হবে। সিডিবিএল সফটওয়্যার হতে বিও হিসাব বন্ধের রিপোর্ট প্রাপ্তি সাপেক্ষে MOMS সফটওয়্যারে বন্ধ করতে হবে।

(ঞ) বিও হিসাব বন্ধকরণের ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যার কারণে কোন বিনিয়োগ হিসাবে সিকিউরিটিজ এর বিপরীতে প্রাপ্য বোনাস শেয়ার কোম্পানি কর্তৃক প্রেরণ করা না হলে উক্ত বোনাস শেয়ার ক্রেডিট না হওয়া পর্যন্ত বিনিয়োগ হিসাবটি বন্ধ করা যাবে না।

(ট) বিনিয়োগ হিসাবের উত্তোলনযোগ্য স্থিতির বিপরীতে ব্যবসায়িক ক্ষমতা অর্পনপত্র অনুযায়ী অনুমোদন সাপেক্ষে বিনিয়োগ হিসাবটি বন্ধ করা হলে হিসাবধারীকে বিভিন্ন চার্জ কর্তনপূর্বক অবশিষ্ট অর্থ চেক/BEFTN এর মাধ্যমে প্রদান করা হবে।

১২। সাধারণ নিয়মাবলী (GENERAL RULES):

এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নিয়মাবলী অনুসরণ করতে হবে:

(ক) বিনিয়োগকারীদের প্রতি সেবা দ্রুত এবং সৌজন্যমূলক হতে হবে।

(খ) বিনিয়োগ হিসাব হাল-নাগাদ রাখতে হবে।

(গ) বিনিয়োগ হিসাবে প্রাপ্য লভ্যাংশ/সুদ যথাশীঘ্র সম্ভব হিসাবে জমা করতে হবে।

(ঘ) কাজের সুবিধার্থে হিসাবসমূহকে বন্ধ, নিয়মিত, অনিয়মিত ও ঝুঁকিপূর্ণ এসব ভাগে চিহ্নিত করতে হবে।

(ঙ) বিনিয়োগ হিসাব খোলার ফরম, নমুনা স্বাক্ষর কার্ড, সম্পাদিত দলিলাদি ও আনুষঙ্গিক কাগজপত্র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/বিভাগ কর্তৃক যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

(চ) **একক অথবা যৌথ বিনিয়োগ** হিসাবের ক্ষেত্রে হিসাবধারী মৃত্যুবরণ করলে এবং উক্ত হিসাবে **১,০০,০০০.০০ (এক লক্ষ)** টাকা বা তার নীচের অংকের সম্পদ (অর্থ, শেয়ার/ডিবেঞ্চার বা অন্য কোন সিকিউরিটিজ) থাকলে "রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয় (জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন) কর্তৃক প্রদত্ত মৃত ব্যক্তির মৃত্যু নিবন্ধন সনদ, প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট/সিটি কর্পোরেশন/ইউনিয়ন পরিষদ এর চেয়ারম্যান অথবা ওয়ার্ড কমিশনার কর্তৃক উত্তরাধিকারী/ ওয়ারিশান সনদপত্র / প্রত্যয়নপত্র, উত্তরাধিকারী(গণ) কর্তৃক কোন উত্তরাধিকারীকে প্রদত্ত ক্ষমতা অর্পণপত্র, আইসিবির প্রতি অঙ্গীকারপত্র, উত্তরাধিকারী(গণের)) সত্যায়িত (প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড অফিসার কর্তৃক) ছবি, সংস্থার কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় প্রয়োজনীয় অন্যান্য কাগজপত্র গ্রহণপূর্বক কর্পোরেশনের ল' ডিপার্টমেন্ট এবং অডিট ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক ছাড়পত্র প্রদান সাপেক্ষে উক্ত সম্পদ (অর্থ, শেয়ার/ডিবেঞ্চার বা অন্য কোন সিকিউরিটি) উত্তোলন অনুমোদন প্রদানের ক্ষমতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় সংরক্ষণ করবেন।

(ছ) অপরদিকে একক বা যৌথ বিনিয়োগ হিসাবে সমহার মূল্যে **১,০০,০০০.০০ (এক লক্ষ)** টাকার উর্ধ্বের সম্পদ (অর্থ, শেয়ার/ডিবেঞ্চার বা অন্য কোন সিকিউরিটিজ) কোন হিসাবে থাকলে সেক্ষেত্রে আদালত থেকে সাকসেশন সার্টিফিকেট গ্রহণ (নোটারি পাবলিক বা প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড অফিসার কর্তৃক সত্যায়িত) ও অন্যান্য আইনানুগ আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদনের পর উক্ত হিসাব থেকে নগদ অর্থ, শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বা অন্য কোন সিকিউরিটি কর্পোরেশনের ল' ডিপার্টমেন্ট এবং অডিট ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক ছাড়পত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অনুমোদনক্রমে উত্তোলন করা যাবে

(জ) বিনিয়োগ হিসাব খোলা, পরিচালনা এবং মার্জিন ঋণ হিসাব সম্পর্কে বিনিয়োগ হিসাবধারীকে শুরুতেই যথাযথভাবে অবহিত করতে হবে।

(ঝ) কোন বিনিয়োগ হিসাবধারীর পাওনা ঘাটতির সৃষ্টি হলে, সংশ্লিষ্ট হিসাবে স্থিত সম্পদ বিক্রয় করে বিক্রয়লব্ধ অর্থের মাধ্যমে সম্পূর্ণ পাওনা আদায় না হলে হিসাবধারীর/ক্ষমতা গ্রহণকারী ব্যক্তি বা তাঁদের উত্তরাধিকারীগণ এর নিকট হতে সম্পূর্ণ অর্থ আদায়ের জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

(ঞ) সর্বক্ষেত্রে আইসিবি'র সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

(ট) বিনিয়োগ হিসাব একক বা যৌথ যাই হোক না কেন যদি নমিনি উল্লেখ থাকে তাহলে হিসাব ধারকের মৃত্যুর পর (যৌথ হিসাবের ক্ষেত্রে উভয় ধারক অথবা যে কোন একজন ধারকের মৃত্যুর পর) নমিনি কর্পোরেশনের সকল দায়-দেনা নিষ্পত্তিপূর্বক এবং হিসাবের বিপরীতে প্রাপ্য অর্থ (যদি থাকে) গ্রহণপূর্বক বিনিয়োগ হিসাবটি বন্ধ করতে পারবে। সেক্ষেত্রে নমিনির স্বাক্ষর, নাম ইত্যাদি পরীক্ষণ পরবর্তী নিশ্চিত হয়ে কার্য সম্পাদন করতে হবে।

(ঠ) যৌথ বিনিয়োগ হিসাবে "যে কোন একজন বিনিয়োগ হিসাবটি পরিচালনা করতে পারবে"/ Any one can operate এ ধরণের নির্দেশনা দেয়া থাকলেও ১ম অথবা ২য় ধারকের মৃত্যু পরবর্তীতে বিনিয়োগ হিসাবটি বন্ধ করতে হবে। তবে নমিনি না থাকলে অপর জীবিত ধারক বিনিয়োগ হিসাবটি বন্ধ করে কর্পোরেশনের সকল দায়-দেনা নিষ্পত্তিপূর্বক অবশিষ্ট অর্থ উত্তোলন করতে পারবে।

(ড) যৌথ বিনিয়োগ হিসাবে "যে কোন একজন বিনিয়োগ হিসাবটি পরিচালনা করতে পারবে"/Any one can operate এ ধরণের নির্দেশনা দেয়া না থাকলে ১ম অথবা ২য় ধারকের মৃত্যু হলে বিনিয়োগ হিসাবটি বন্ধ করতে হবে। যদি নমিনি দেয়া না থাকে ও সম্পদমূল্য ১,০০,০০০.০০ (এক লক্ষ) টাকার বেশী হয় সেক্ষেত্রে বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত সাকসেশন সার্টিফিকেট মোতাবেক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্পোরেশনের সকল দায়-দেনা নিষ্পত্তিপূর্বক অবশিষ্ট অর্থ উত্তোলন করতে পারবে।

(ঢ) যদি কোন যৌথ বিনিয়োগ হিসাবের উভয় ধারকের মৃত্যু হয় এবং নমিনি দেয়া থাকে তাহলে নমিনি বিনিয়োগ হিসাবটি বন্ধ করে কর্পোরেশনের সকল দায়-দেনা নিষ্পত্তিপূর্বক অবশিষ্ট অর্থ উত্তোলন করতে পারবে। যদি নমিনি দেয়া না থাকে ও সম্পদমূল্য ১,০০,০০০.০০ (এক লক্ষ) টাকার বেশী হয় সেক্ষেত্রে বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত সাকসেশন সার্টিফিকেট মোতাবেক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্পোরেশনের সকল দায়-দেনা নিষ্পত্তিপূর্বক অবশিষ্ট অর্থ উত্তোলন করতে পারবে।

(ণ) যদি বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত সাকসেশন সার্টিফিকেট কাউকে নির্দিষ্ট করে ক্ষমতা প্রদান না করে আইসিবি সিদ্ধান্ত নিতে পারবে এ ধরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয় তাহলে প্রত্যেক ওয়ারিশান সাকসেশন সার্টিফিকেট মোতাবেক প্রত্যেকের অংশ পাবে। পৃথক পৃথক ভাবে হিসাবস্থিত অর্থ স্ব-স্ব ওয়ারিশানগণের আবেদনের প্রেক্ষিতে তাদের বরাবর আংশিকভাবে প্রদান করা যাবে। তবে সেক্ষেত্রে আংশিক তহবিল উত্তোলনকারী ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগ হিসাব হতে কোন অর্থ প্রাপ্য হবে না এই মর্মে একটি নোটারাইজড অঙ্গীকারনামা দাখিল করতে হবে।

(ত) যদি বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত সাকসেশন সার্টিফিকেট উত্তরাধীকারীগণের কাউকে নির্দিষ্ট করে ক্ষমতা প্রদান না করে থাকে এবং উত্তরাধীকারীগণের পক্ষ হতে যে কোন একজনকে অর্থ উত্তোলনের ক্ষমতা প্রদান করা হয় তাহলে সকল ওয়ারিশগণ সাকসেশনভুক্ত একজনকে ক্ষমতা প্রদান করে তাদের স্বাক্ষরসহ একটি নোটারাইজড আম-মোক্তারনামা (ক্ষমতা অর্পণ পত্র) প্রদান করবে এবং একইসাথে ভবিষ্যতে আইসিবি কোনভাবে এ বিষয়ে দায়-দায়িত্ব বহন করবেনা বা দায়ী থাকবে না এই মর্মে একটি নোটারাইজড অঙ্গীকারনামা দাখিল করবে।

(থ) যদি বিনিয়োগ হিসাবধারী/ওয়ারিশগণের বিনিয়োগ হিসাব, জাতীয় পরিচয়পত্র কিংবা ওয়ারিশান সার্টিফিকেট কিংবা মৃত্যুসনদপত্রসহ আনুষঙ্গিক অন্যান্য কাগজেপত্রের কোথাও নামের ভিন্নতা দেখা দেয় তাহলে তা সংশোধনপূর্বক অর্থ বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে অথবা ভিন্ন নামের ব্যক্তি একই ব্যক্তি এই মর্মে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়ন পত্র এবং ৩০০/- টাকার স্ট্যাম্পে নোটারাইজড হলফনামা প্রদান করতে হবে।

(দ) যদি কোন বিনিয়োগ হিসাবের ডেবিট জের উক্ত হিসাবস্থিত পোর্টফোলিও এর বাজার মূল্য অপেক্ষা বেশী হয় তাহলে হিসাব ধারকের মৃত্যু জনিত কারণে নমিনি/উত্তরাধীকারী(গণ)/যৌথ হিসাবের ক্ষেত্রে অপর জীবিত ধারক সম্পদ ঘাটতির সমপরিমান অর্থ জমা প্রদান করে আইসিবি ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সরাসরি বিনিয়োগ হিসাবটি বন্ধ করতে পারবে।

(ন) কোন বিষয় এই ম্যানুয়ালে বর্ণিত বিধি/রিতী দ্বারা নিষ্পত্তি করা সম্ভবপর না হলে কর্পোরেশনের তালিকাভুক্ত বিজ্ঞ আইনজীবীর মতামত গ্রহণ সাপেক্ষে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে নিষ্পত্তি করতে হবে।

সংজ্ঞাসমূহ (Some Definitions):

১। বিনিয়োগ হিসাবের মার্জিন (Investor's Margin):

একটি বিনিয়োগ হিসাবের পত্রকোষভুক্ত মোট সম্পদের মধ্যে বিনিয়োগ হিসাবধারীর নিজস্ব সম্পদের প্রকৃত পরিমাণ হলো বিনিয়োগ হিসাবের মার্জিন। অর্থাৎ বিনিয়োগ হিসাবধারী কর্তৃক জমাকৃত অর্থ এবং বিনিয়োগ হিসাবধারী কর্তৃক গৃহীত ঋণের অর্থ দিয়ে ক্রীত মোট সম্পদের মধ্যে বিনিয়োগ হিসাবধারীর নিজস্ব জমাকৃত অর্থের বিপরীতে ক্রীত প্রকৃত সম্পদের বাজার মূল্যে নির্ণীত পরিমাণকে মার্জিন বলা হয়। এই মার্জিন সাধারণত শতকরা হারে প্রকাশ করা হয়।

মার্জিণ-ঋণের পত্রকোষ-ভিত্তিক মার্জিন ও ক্রয়-ক্ষমতা নির্ণয়ের সূত্রটি নীচে উল্লেখ করা হলো:

1. $$\text{Margin} = \frac{\text{Value of Assets} \pm \text{Balance}}{\text{Value of Assets}} \times 100$$

2. $$\text{Purchasing Power} = \frac{\text{Value of Assets} (1-\text{Margin}) + \text{Current Balance}}{\text{Margin}}$$

$$\text{Here, Value of Assets} = \frac{\text{Market price of Assets} + \text{NAV of Assets}}{2}$$

২। মার্জিন ঋণ (Margin Loan):

বিনিয়োগ হিসাবধারীর নিজস্ব সম্পদের বিপরীতে আইসিবি কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত অনুপাতে/হারে (যেমন ১:১ বা ১:২ ইত্যাদি বা যে কোন অনুপাতে) ঋণ প্রদান করা হয় তা হলো মার্জিন-ঋণ (Margin Loan)।

৩। ক্লাসিফাইড ও কন্ট্রোল মার্জিন (Classified and Control Margin):

বিনিয়োগ হিসাবের মার্জিন নির্ণয়ের সময় হিসাবের পত্রকোষভুক্ত সিকিউরিটিসমূহের বাজার দরে সম্পদের মূল্য নির্ণয় করে ঋণ প্রদান করার সময় কোন সিকিউরিটির মূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য ক্লাসিফাইড মার্জিন ব্যবহৃত হয়। ক্লাসিফাইড মার্জিন ব্যবহার করে কোন একটি বিনিয়োগ হিসাবভুক্ত এক বা একাধিক সিকিউরিটির সম্পূর্ণ মূল্য, আংশিক মূল্য বা একেবারে মূল্য না ধরে সম্পদ মূল্য নির্ণয়পূর্বক মার্জিন নির্ণয় এবং ঋণ প্রদান করা যায়।

অপরদিকে বিনিয়োগ হিসাবে আইপিও বা দ্বিতীয়িক বাজার হতে সিকিউরিটি ক্রয়ের ক্ষেত্রে ঋণ নিয়ন্ত্রণের জন্য কন্ট্রোল মার্জিন ব্যবহার করা যাবে। এ ক্ষেত্রে কোন একটি কোম্পানির সিকিউরিটি ক্রয়ের ক্ষেত্রে উক্ত কোম্পানির বাজার দর অনুযায়ী কত হারে বা অনুপাতে মার্জিন ঋণ প্রদান করা যাবে তা স্থির করা যায়।

৪। ডেবিট জের (Debit Balance):

বিনিয়োগ হিসাবধারী কর্তৃক তাঁর হিসাবে মার্জিন-ঋণ গ্রহণের ফলশ্রুতিতে একটি নির্দিষ্ট তারিখে সুদ ছাড়া অথবা অর্জিত সুদসহ ঋণের সর্বশেষ স্থিতি।

৫। ক্রেডিট জের (Credit Balance):

বিনিয়োগ হিসাবধারীর হিসাবে একটি নির্দিষ্ট তারিখে জমা টাকার পরিমাণ - যা হিসাবধারীর নিজস্ব তহবিল হিসাবে বিবেচ্য এবং হিসাবধারী কর্তৃক প্রাপ্য।

৬। ইক্যুইটি (Equity):

সাধারণতঃ ইক্যুইটি হল সাধারণ শেয়ার (Ordinary Share)। সাধারণ শেয়ার হচ্ছে সেই শেয়ার যে শেয়ারের ধারকগণ কোন একটি কোম্পানির সম্পদ ও মুনাফার উপর অধিকার ভোগ করেন। অবশ্য কোন একটি কোম্পানির পাওনাদার ও প্রেফারেন্স শেয়ার হোল্ডারগণের দাবী মেটানোর পর সাধারণ শেয়ারহোল্ডারগণের দাবী মেটানো হয়। অন্যভাবে বলা যায় যে, ইক্যুইটি হলো কোন একটি প্রোপ্রার্টি বা সম্পদের নীট মূল্য-যা উক্ত সম্পদের নিট মূল্য হতে উক্ত সম্পদের বিপরীতে সৃষ্ট লিয়েন বা অন্য কোন চার্জ বাদ দিয়ে নির্ণয় করা হয়।

৭। বিনিয়োগ হিসাবধারীর ইক্যুইটি (Investors Equity):

বিনিয়োগ হিসাবধারীর ইক্যুইটি হলো উক্ত হিসাবধারীর নিজ সম্পদের পরিমাণ। একটি বিনিয়োগ হিসাবে ক্রীত সমুদয় সিকিউরিটির মোট বাজার মূল্য হতে ডেবিট জের বাদ দিয়ে বা ক্রেডিট জের যোগ করে বিনিয়োগ হিসাবধারীর ইক্যুইটি নির্ণয় করা হয়।

৮। প্রাথমিক শেয়ারের আবেদন (Inttial Public Offering i.e. IPO):

কোন একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর নীতিমালা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদনসহ পত্রিকায় প্রসপেক্টাস প্রকাশের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে জনগণকে সিকিউরিটি (যে সিকিউরিটি ইতঃপূর্বে স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত হয়নি) ক্রয়ের যে আমন্ত্রণ জানায় তা হলো আইপিও (IPO)।

৯। প্রাথমিক বাজার (Primary Market)

যে বাজারে কোন একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির (ইতঃপূর্বে স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত হয়নি এমন একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির সিকিউরিটি অথবা ইতঃপূর্বে উক্ত কোম্পানির ইস্যুকৃত এবং স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত সিকিউরিটির অতিরিক্ত সিকিউরিটি) সিকিউরিটি ক্রয়ের জন্য কোম্পানির অফারকৃত মূল্যে প্রাথমিকভাবে আবেদন করা হয় সেই বাজারকে প্রাথমিক বাজার বা প্রাইমারী মার্কেট (Primary Market) বলা হয়। প্রাথমিক বাজারে অভিহিত মূল্যে (Face Value) এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রিমিয়ামসহ বা ডিসকাউন্টে শেয়ার বিক্রয়ের অফার দেয়া হয়।

১০। দ্বিমাত্রিক বাজার (Secondary Market):

এটা হলো একটি স্থান বা প্ল্যাটফর্ম যেখানে যে-কোন সময় একজন বিনিয়োগকারীর সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয় (লেনদেন) পরিচালিত ও সম্পাদিত হয়। দ্বিমাত্রিক বাজারে শুধুমাত্র তালিকাভুক্ত সিকিউরিটি সমূহের লেনদেন সম্পাদিত হয়। স্টক এক্সচেঞ্জ হলো তালিকাভুক্ত পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিসমূহের সিকিউরিটি লেন-দেনের (ক্রয়/বিক্রয়ের) একমাত্র অনুমোদিত ও বৈধ স্থান।

১১। শেয়ার (Share):

প্রত্যেক কোম্পানির মূলধনকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমান এককে বিভক্ত করা হয় এবং এই একক অংশ বিশেষকে শেয়ার বলা হয়। শেয়ার হলো কোম্পানির মূলধনের অংশ। বিনিয়োগকারীগণ শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে কোম্পানির/ব্যবসার/ শিল্প প্রতিষ্ঠানের আংশিক মালিকানার সুযোগ পান। কোম্পানি আইন অনুযায়ী শেয়ার অস্থাবর সম্পত্তি। শেয়ার দু'ধরনের হয়ে থাকেঃ সাধারণ শেয়ার (Ordinary Share) ও অগ্রাধিকার বা প্রেফারেন্স শেয়ার (Preference Share)। সাধারণ শেয়ারের কোন মেয়াদ নেই এবং শেয়ার হস্তান্তরযোগ্য।

১২। ঋণপত্র বা ডিবেঞ্চার (Debenture):

ঋণপত্র হলো এক ধরণের লগ্নিপত্র যার মাধ্যমে ঋণের স্বীকৃতি দেয়া হয় এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পর নির্দিষ্ট হারে সুদসহ আসল ফেরত প্রদানের অঙ্গীকার করা হয়। ডিবেঞ্চার ক্ষেত্রবিশেষে শেয়ারে রূপান্তরযোগ্য। রূপান্তরযোগ্য বা কনভার্টিবল ডিবেঞ্চারের (Convertible Debenture) ক্ষেত্রে ডিবেঞ্চার ইস্যুর শর্তানুযায়ী একটি ডিবেঞ্চারের একটি নির্দিষ্ট অংশকে সাধারণ শেয়ারে রূপান্তর করা যায়।

১৩। মূলধন ব্যয় (Cost of Capital/Fund):

মূলধন আহরণের জন্য ব্যয়িত অর্থ হচ্ছ মূলধন ব্যয়। আইসিবি বাংলাদেশ ব্যাংক সহ বিভিন্ন ব্যাংক হতে ঋণ নিয়ে বিনিয়োগ হিসাবে মার্জিন ঋণ প্রদান করে থাকে। উক্ত ঋণের বিপরীতে আইসিবি-কে বাংলাদেশ ব্যাংকসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যাংক-কে সুদ প্রদান করতে হয়। এই সুদ হচ্ছে মূলধন ব্যয়। অর্থাৎ বাংলাদেশ ব্যাংকসহ অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংক হতে সংগৃহীত মূলধন এর বিপরীতে সুদ বাবদ ব্যয়িত অর্থকে মূলধন ব্যয় বা Cost of Capital/Fund বলা হয়।

১৪। ব্যাংক হার (Bank Rate):

কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থাৎ বাংলাদেশ ব্যাংক যে হারে বাণিজ্যিক ব্যাংকসহ অন্যান্য তফসিলী ব্যাংকসমূহকে ঋণ প্রদান করে থাকে তা হলো ব্যাংক হার (Bank Rate)।

১৫। পত্রকোষ বিবরণী (Portfolio Statement):

যে তালিকায় কোন ব্যক্তি বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান এর মালিকানাধীন সিকিউরিটির নাম ও সিকিউরিটির সংখ্যা প্রদর্শিত হয় সেই তালিকার নাম পত্রকোষ (Portfolio Statement)। অর্থাৎ পত্রকোষ হলো একজন বিনিয়োগকারী বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ধারণকৃত সিকিউরিটি ও আর্থিক সম্পদের তালিকা বা বাঁড়ি। একজন বিনিয়োগ হিসাবধারীর হিসাবে ক্রীত/ধারণকৃত সিকিউরিটিসমূহের নাম, সিকিউরিটির সংখ্যা ও গড় ক্রয় মূল্য সম্বলিত যে বিবরণী তৈরী করা হয় তা হলো বিনিয়োগ হিসাবের পত্রকোষ বিবরণী (Investor's Portfolio Statement)।

১৬। পত্রকোষ ব্যবস্থাপনা (Portfolio Management):

পত্রকোষ ব্যবস্থাপনা বলতে বিভিন্ন কোম্পানি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইস্যুকৃত বিভিন্ন ধরণের আর্থিক সম্পদ বা মার্কেটেবল সিকিউরিটি বা ইনভেস্টমেন্ট পেপারসমূহ যেমনঃ শেয়ার, ডিবেঞ্চার, স্টক, বন্ড ইত্যাদি সিকিউরিটিসমূহে দক্ষতার সাথে বিনিয়োগের ব্যবস্থাপনাকে বুঝায়। পত্রকোষ ব্যবস্থাপনার মূল তিনটি কার্যক্রম হচ্ছেঃ (১) Asset allocation (২) Weighting shifts across major asset classes এবং (৩) Security selection within asset classes।

১৭। লভ্যাংশ (Dividend):

কোম্পানির কোন একটি আর্থিক বছরের লাভের যে অংশ শেয়ারহোল্ডারগণকে বিতরণ করা হয় তা হলো লভ্যাংশ। সাধারণতঃ কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভায় (Annual General Meeting) ঘোষিত লভ্যাংশ শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

১৮। শেয়ার বা স্টক বিভাজন (Stock Split):

অনেক কোম্পানী মার্কেট লটে (Stock Lot) শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যুর পাশাপাশি মার্কেট লটের নির্ধারিত শেয়ার সংখ্যার চেয়ে অধিক সংখ্যক শেয়ার সম্বলিত শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যু করে। যেমনঃ বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যাল্স লিঃ এর ৫০টি শেয়ার সম্বলিত সার্টিফিকেট দিয়ে তৈরী মার্কেট লটের পাশাপাশি ১০০, ৫০০ বা ১০০০ সংখ্যক শেয়ার সম্বলিত সার্টিফিকেট ইস্যু

করেছে। এই অধিক সংখ্যক শেয়ার সম্বলিত একটি সার্টিফিকেটে উল্লেখিত শেয়ারসমূহের মধ্য হতে মার্কেট লটে আংশিক শেয়ার বিক্রয় সম্ভব হয় না। মার্কেট লটের অধিক সংখ্যক শেয়ার সম্বলিত কোন একটি শেয়ার সার্টিফিকেটকে বিভাজন করে মার্কেট লটে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সার্টিফিকেট তৈরী করা হলে একটি সার্টিফিকেটভূক্ত শেয়ারসমূহের মধ্য হতে মার্কেট লটে আংশিক শেয়ার বিক্রয় সম্ভব হয়। সুতরাং, মার্কেট লটের বেশী সংখ্যক শেয়ার সম্বলিত একটি সার্টিফিকেটকে বিভাজন করে বা ভাঙ্গিয়ে কয়েকটি মার্কেট লট সম্বলিত সার্টিফিকেট তৈরীর প্রক্রিয়াকে স্টক বিভাজন বা (Stock Split) বলে। স্টক বিভাজনের প্রক্রিয়াটি অনেকটা টাকা ভাঙ্গানোর মতই ।

১৯। সক্রিয় হিসাব (Active Account):

যে সমস্ত বিনিয়োগ হিসাবে কোন একটি নির্দিষ্ট সময় (ধরা যাক এক বছর) পর্যন্ত ন্যূনতম জমা বাবদ ৫০০০.০০ টাকা বা ৫০০০.০০ টাকা মূল্যমানের (বাজার মূল্য বা ক্রয় মূল্যের মধ্যে যে দর কম সেই দরে) সিকিউরিটি জমা থাকার পাশাপাশি সব ধরণের লেনদেন যেমনঃ অতিরিক্ত জমা, প্রাথমিক /রাইট শেয়ারের আবেদন, সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয়, সিকিউরিটি/তহবিল উত্তোলন, তহবিল স্থানান্তর, লভ্যাংশ/ডিবেঞ্চারের সুদ, বোনাস শেয়ার, রূপান্তরিত শেয়ার ইত্যাদি জমাসহ এই লেনদেনসমূহের সব ক'টি বা যে কোন একটি লেনদেনও সংঘটিত হয়, সেই বিনিয়োগ হিসাবটিকে এ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সক্রিয় হিসাব (Active Account) বলা যাবে।

২০। নিষ্ক্রিয় হিসাব (Inactive Account):

যে সমস্ত বিনিয়োগ হিসাবে কোন একটি নির্দিষ্ট সময় (ধরা যাক এক বছর) পর্যন্ত ন্যূনতম জমা বাবদ ৫০০০.০০ টাকা বা ৫০০০.০০ টাকা মূল্যমানের (বাজার মূল্য বা ক্রয় মূল্যের মধ্যে যে দর কম সেই দরে) সিকিউরিটি জমা থাকা সত্বেও বিনিয়োগ হিসাবের বিভিন্ন লেনদেনসমূহ, যেমনঃ অতিরিক্ত জমা, প্রাথমিক /রাইট শেয়ারের আবেদন, সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয়, সিকিউরিটি/ তহবিল উত্তোলন, তহবিল স্থানান্তর, লভ্যাংশ/ডিবেঞ্চারের সুদ, বোনাস শেয়ার, রূপান্তরিত শেয়ার ইত্যাদি জমাসহ এই লেনদেনসমূহের কোনটিই সংঘটিত না হয়, সেই বিনিয়োগ হিসাবটিকে ঐ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিষ্ক্রিয় হিসাব (Inactive Account) বলা হবে।

২১। নিয়মিত হিসাব (Regular Account):

কোন একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত যে সব সক্রিয় হিসাবে আইসিবি বা বিধি মোতাবেক লেনদেন হবে অর্থাৎ আইসিবি কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত মার্জিন বজায় থাকবে, ঋণের সর্বোচ্চ সীমা অতিক্রান্ত হবে না এবং শেয়ার ক্রয়/বিক্রয়সহ সমুদয় লেনদেন বিনিয়োগ হিসাব ম্যানুয়াল অনুযায়ী ও লাভজনকভাবে পরিচালিত হবে সে সব হিসাবকে এ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিয়মিত হিসাব (Regular Account) বলা যাবে।

২২। অনিয়মিত হিসাব (Irregular Account):

কোন নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত যে সব বিনিয়োগ হিসাবে মার্জিন স্বল্পতা দেখা দেবে বা সর্বোচ্চ ঋণসীমা (২০ লক্ষ টাকা) অতিক্রান্ত হবে এবং বিনিয়োগ বিধি মোতাবেক ও লাভজকভাবে পরিচালিত হবে না সে সব হিসাবকে এ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অনিয়মিত হিসাব বলা যেতে পারে। অনিয়মিত বিনিয়োগ হিসাবের হিসাবধারীগণ পর্যাপ্ত মার্জিন জমা দিয়ে এবং বিশ লক্ষ টাকা অতিক্রান্ত টাকা জমা দিয়ে এবং আইসিবি'র বিধি মোতাবেক লেনদেন করে হিসাবটি নিয়মিত করে নিতে পারেন।

২৩। ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ হিসাব (Risky Investment Account):

কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে সব বিনিয়োগ হিসাবের মার্জিন অতিক্রান্ত হয়েছে এবং ঋণের সর্বোচ্চ সীমা অতিক্রান্ত হয়েছে এবং যেসব বিনিয়োগ হিসাবের পত্রকোষভুক্ত সিকিউরিটি বিক্রয় করেও সুদসহ সমুদয় ঋণের টাকা আদায় বা সমন্বয়ের সম্ভাবনা ক্ষীণ এবং যেসব বিনিয়োগ হিসাবধারীগণকে পর্যাপ্ত মার্জিন জমা দেয়ার এবং ঋণ সময়ের তাগিদ দেয়া সত্বেও কোন রকম সাড়া পাওয়া যাবে না সেসব বিনিয়োগ হিসাবকে এ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ হিসাব বলা যেতে পারে।

২৪। বন্ধ বিনিয়োগ হিসাব (Closed Investment Account):

যে সব বিনিয়োগ হিসাবধারীর লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত হিসাবভুক্ত সমুদয় টাকা ও সিকিউরিটি উত্তোলিত হবে এবং হিসাবে ন্যূনতম ক্রেডিট জের ৫০০০.০০ টাকা বা সমমূল্যের সিকিউরিটি অবশিষ্ট থাকবে না সেসব হিসাবকে বন্ধ বিনিয়োগ হিসাব (Closed Investment Account) বলা যাবে। তাছাড়া, যে সব কারণে কোন ব্যক্তি হিসাব খুলতে পারেন না পরবর্তীতে এমন কোন ঘটনার উদ্ভব হলে, বিনিয়োগ হিসাবধারী মৃত্যুবরণ করলে বা বিনিয়োগ হিসাবধারীর লেনদেন কর্পোরেশনের প্রচলিত রীতি-নীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না হলে হিসাব বন্ধ হয়ে যাবে।

২৫। কম্পিউটার ফ্লো-চার্ট (Computer Flow-Chart):

কম্পিউটার প্রোগ্রাম পর্যায়ক্রমে কিভাবে কাজ করে, তা যে চিত্রের সাহায্য প্রদর্শিত হয় সেই চিত্রকে কম্পিউটার ফ্লো-চার্ট বলা হয়। আইসিবি'র ইনভেন্টরস্ স্কিমে (Investor's Scheme) ব্যবহৃত মার্চেন্ডাইজিং অপারেশনস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফ্টওয়্যার অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্টসমূহের কম্পিউটার কার্যক্রম যে চিত্রের মাধ্যমে প্রদর্শিত হয় সেই চিত্রটি হলো মার্চেন্ডাইজিং সফটওয়্যারের ফ্লো-চার্ট।

২৬। তৃতীয় পক্ষের সিকিউরিটি (3rd Party Security):

আইপিও'র মাধ্যমে বরাদ্দপ্রাপ্ত সিকিউরিটি ব্যতিরেকে দ্বিতীয় বাজার হতে ক্রীত সিকিউরিটিসমূহ ক্রয়কারীর নামে হস্তান্তরিত ও নিবন্ধিত (Transfer and Registration) হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তৃতীয় পক্ষের সিকিউরিটি হিসাবে গণ্য করা হয়। আইসিবি'র বিনিয়োগ হিসাবে স্টক এক্সচেঞ্জসমূহের মাধ্যমে অন-লাইন ব্যবস্থায় ক্রীত সিকিউরিটিসমূহ বিনিয়োগ হিসাবধারীর নামে হস্তান্তরিত ও নিবন্ধিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তৃতীয় পক্ষের সিকিউরিটি হিসাবে পরিগণিত হয়।

২৭। ওপেন এন্ড ক্লোজড এন্ড মিউচ্যুয়াল ফান্ড (Open-End and Closed-End Mutual Fund):

ওপেন এন্ড মিউচ্যুয়াল ফান্ড এর পরিশোধিত মূলধন এবং ইউনিট/সার্টিফিকেট সংখ্যা কোন নির্দিষ্ট অংকে সীমাবদ্ধ নয়। এই ফান্ড এর সিকিউরিটি স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত হয় না এবং স্টক এক্সচেঞ্জে বেচাকেনাও হয় না কেবলমাত্র নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা বিনিয়োগ ব্যাংকে (ইস্যুকারী অফিস) ওপেন এন্ড মিউচ্যুয়াল ফান্ড সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয় হয়। ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নীট সম্পদ মূল্যের ভিত্তিতে এই ফান্ড এর সিকিউরিটির মূল্য নির্ধারিত হয়। আইসিবি ইউনিট ফান্ড প্রকৃতপক্ষে একটি ওপেন এন্ড মিউচ্যুয়াল ফান্ড (Open End Mutual Fund)।

ক্লোজড-এন্ড মিউচ্যুয়াল ফান্ড এর পরিশোধিত মূলধন এবং সার্টিফিকেট সংখ্যা নির্দিষ্ট অংকে সীমাবদ্ধ এবং অপরিবর্তনীয়। আইসিবি কর্তৃক ইস্যুকৃত মিউচ্যুয়াল ফান্ডসমূহ ক্লোজড এন্ড মিউচ্যুয়াল ফান্ড (Closed-End Mutual Fund) এর সিকিউরিটিসমূহ স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত হয় এবং অন্যান্য সিকিউরিটির মত স্টক এক্সচেঞ্জে বেচাকেনা হয়। এ ধরনের মিউচ্যুয়াল ফান্ড এর সিকিউরিটির দর নির্ধারিত হয় স্টক এক্সচেঞ্জের চাহিদা ও সরবরাহের (Demand and Supply) ভিত্তিতে।

২৮। রাইট ও বোনাস (Right and Bonus Share):

যখন কোন কোম্পানি তার বর্তমান শেয়ারের ধারকগণকে নির্দিষ্ট অফার মূল্যে (অভিহিত মূল্যে বা প্রিমিয়ামসহ বা ডিসকাউন্টে) নির্দিষ্ট হারে বা অনুপাতে (যেমন- ১:১ বা ২:১ ইত্যাদি) শেয়ার ক্রয়ের আমন্ত্রণ জানায় তখন সেই শেয়ারকে রাইট শেয়ার (Right Share) বলা হয়। অর্থাৎ কোন একটি কোম্পানির বর্তমান শেয়ার হোল্ডারগণ কোম্পানি কর্তৃক তাঁদের ক্রয়ের উদ্দেশ্যে অফারকৃত শেয়ারহোল্ডিং অনুযায়ী নির্দিষ্ট হারে যে শেয়ার ক্রয়ের অধিকার ভোগ করেন সেই শেয়ারগুলোই হচ্ছে রাইট শেয়ার (Right Share)।

যখন কোন কোম্পানি নগদে লভ্যাংশ প্রদান না করে উক্ত লভ্যাংশের সম পরিমাণ অর্থ শেয়ার হিসেবে শেয়ারহোল্ডার-গণকে প্রদান করে তখন সেই শেয়ারকে বোনাস শেয়ার (Bonus Share) বা স্টক ডিভিডেন্ড (Stock Dividend) বলা হয়। বোনাস শেয়ার ইস্যুর ফলশ্রুতিতে কোম্পানির পরিশোধিত মূলধন (Paid-up Capital) বৃদ্ধি পায়।

২৯। রূপান্তরিত শেয়ার (Converted Share):

ডিবেঞ্চার ইস্যু বা প্রেফারেন্স শেয়ার ইস্যুর শর্তানুযায়ী নির্দিষ্ট হারে প্রতিটি ডিবেঞ্চার বা প্রেফারেন্স শেয়ারের একটি নির্দিষ্ট অংশ নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ হওয়ার পর সাধারণ শেয়ারে রূপান্তরের ব্যবস্থা থাকে । ডিবেঞ্চার বা প্রেফারেন্স শেয়ারের নির্দিষ্ট হারে উক্ত রূপান্তরিত অংশই হলো রূপান্তরিত শেয়ার (Converted Share)।

৩০। বাজারমূল্যে ক্রয়-বিক্রয় আদেশ (Purchase/Sale Order at Market Price):

যখন বিনিয়োগকারীগণ তাদের ক্রয়-বিক্রয় আদেশে কোন নির্দিষ্ট ক্রয়/বিক্রয় মূল্য বা নির্দিষ্ট সময় উল্লেখ না করে বাজার দরে সিকিউরিটি ক্রয়/বিক্রয়ের আদেশ দেন এবং ক্রয়/বিক্রয় আদেশগুলো আদেশ বাস্তবায়ন দিনের বাজার দরে ক্রয়/বিক্রীত হয় তখন সেই আদেশকে বাজার মূল্যে আদেশ (Purchase/Sale Order at Market Price) বলা হয়।

৩১। লিমিট অর্ডার (Limit Order):

যে ক্রয়/বিক্রয় আদেশে আদেশ প্রদানকারী নির্দিষ্ট মূল্যে বা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আদেশ বাস্তবায়নের নির্দেশ দেন সেই আদেশ হলো লিমিট আদেশ (Limit Order)।

৩২। সর্বোত্তম মূল্যে আদেশ (At best Order):

যে ক্রয়/বিক্রয় আদেশে ক্রয়ের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন দরে ক্রয়ের এবং বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ দরে বিক্রেয়ের নির্দেশ থাকে সেই আদেশকে বলা হয় At best Order।

৩৩। রেকর্ড ডেট (Record Date)/ বুক ক্লোজ (Book Closure):

প্রত্যেক কোম্পানি বর্ষশেষে বা নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে তাদের শেয়ার/ডিবেঞ্চারের হোল্ডারগণের সিকিউরিটি রেজিষ্টার বই চূড়ান্ত করে সিকিউরিটির হিসাব বন্ধ করে। এ লক্ষ্যে কোন একটি কোম্পানি তাদের কোন একটি আর্থিক বর্ষ শেষে ঘোষিত একটি নির্দিষ্ট তারিখে উক্ত কোম্পানির ক্রীত সিকিউরিটিসমূহ স্ব স্ব ধারকগণের বিও হিসাবে সংরক্ষিত থাকা সাপেক্ষে সিকিউরিটিসমূহের ধারকগণই উক্ত কোম্পানীর লভ্যাংশ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তির যোগ্যতা অর্জন করেন। কোম্পানি কর্তৃক ঘোষিত নির্দিষ্ট তারিখ কে রেকর্ড ডেট (Record date) বলা হয়।

৩৪। স্টক এক্সচেঞ্জ (Stock Exchange):

স্টক এক্সচেঞ্জ হচ্ছে একটি সুসংগঠিত বিনিময় স্থান যেখানে তালিকাভুক্ত বিভিন্ন পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির শেয়ার, ডিবেঞ্চার, স্টক, বন্ড ইত্যাদি ক্রয়/বিক্রয় করা হয় এবং যেখানে স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত সদস্যগণই শুধুমাত্র উক্ত সিকিউরিটি ক্রয়/বিক্রয়ে অংশগ্রহণ করতে পারেন। স্টক এক্সচেঞ্জের কতকগুলো সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে এবং এসব নীতিমালা অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্যগণসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে তাদের কার্যক্রম সম্পাদন করতে হয়।

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ
অর্গানাইজেশন এন্ড মেথডস ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

৩৫। *পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি (Public Limited Company):*

যে কোম্পানির উদ্যোক্তার সংখ্যা অনির্দিষ্ট, পরিচালক এর সংখ্যা ন্যুনতমপক্ষে ৩ জন এবং শেয়ার হস্তান্তরযোগ্য, শেয়ার বাজারজাতকরণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে এবং যে কোম্পানি নিবন্ধন সার্টিফিকেট এবং সেই সাথে কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র ছাড়া ব্যবসায়িক কার্যক্রম আরম্ভ করতে পারে না সেই কোম্পানিকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি বলে। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপঃ

(ক) পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি জনসাধারণকে শেয়ার কেনার আমন্ত্রণ জানাতে পারে এবং শেয়ার বা ডিবেঞ্চার জনসাধারণের কাছে বিক্রি করতে পারে।

(খ) যে কোন সদস্য যে কোন সময় তার শেয়ার বিক্রি বা হস্তান্তর করে দিতে পারে।

(গ) সদস্য সংখ্যার অনির্দিষ্টতার ফলে যে কোন সংখ্যক সদস্যের অন্তর্ভূক্তি দ্বারা এবং নতুন শেয়ার বিক্রি দ্বারা বিপুল পরিমাণ মূলধন সংগ্রহ করতে পারে। পরিচালকগণ পালাক্রমে অবসর গ্রহণ করতে থাকে, ফলশ্রুতিতে নতুন ব্যবস্থাপনার ফলে কোম্পানির ব্যবসায় পরিচালনা দক্ষতর উপায়ে করা সম্ভব। পরিচালন ব্যবস্থায় বিধি-নিষেধ আরোপিত থাকায় পরিচালনা দক্ষতর হয়।

৩৬। *বার্ষিক সাধারণ সভা (Annual General Meeting):*

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ আইন, ২০১৪ এর ২৬ ধারা অনুযায়ী বার্ষিক সাধারন সভা-

(১) কর্পোরেশনের শেয়ারহোল্ডারগণের বার্ষিক সভা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ, সময় এবং স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে, তবে তাহা কোনক্রমেই হিসাব বৎসরের ছয় মাস সময়ের পরে অনুষ্ঠিত হইবে না।

(২) কর্পোরেশনের বার্ষিক সাধারণ সভায় শেয়ারহোল্ডারগণের বিবেচনার জন্য ধারা ২৯ এর উপ ধারা (৫) এর অধীন তাহাদেরকে সরবরাহকৃত বার্ষিক হিসাব বিবরণী ও প্রতিবেদন উপস্থাপন করিবে।

(৩) শেয়ারহোল্ডারগণের বিবেচনার যোগ্য এমন যে কোন বিষয় বিবেচনার নিমিত্ত, বোর্ড, সময় এবং স্থান নির্ধারণপূর্বক শেয়ারহোল্ডারগণের কোন বিশেষ সভা আহ্বান করিতে পারিবে।

(৪) শেয়ারহোল্ডারগণের সভায় প্রত্যেক শেয়ারহোল্ডারের যোগদানের অধিকার থাকিবে, কিন্তু কোন শেয়ারহোল্ডারের ভোট প্রদানের অধিকার থাকিবে না, যদি না তিনি-

(ক) উক্ত সভার তারিখ হইতে কমপক্ষে ৩ (তিন) মাস পূর্বে শেয়ারহোল্ডার হিসেবে নিবন্ধিত হন; এবং

(খ) কর্পোরেশনের শেয়ার বাবদ বর্তমান প্রাপ্য সকল দাবী এবং অন্যান্য অর্থ পরিশোধ করেন।

(৫) ভোট প্রদানের অধিকারী প্রত্যেক শেয়ারহোল্ডার ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকিয়া হস্ত প্রদর্শনের মাধ্যমে একটি ভোট প্রদান করিতে পারিবেন।

(৬) কোন নির্বাচনে প্রত্যেক শেয়ারহোল্ডারের প্রতি ৫ (পাঁচ) টি শেয়ারের জন্য একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে বা প্রতিনিধির মাধ্যমে উক্ত ভোট প্রদান করিতে পারিবেন।

৩৭। বিশেষ সাধারণ সভা (Extra-Ordinary General Meeting):

কোম্পানি আইন ১৯৯৪ এর ধারা ৮৪ (১) : সংবিধিতে যা কিছুই থাক না কেন, শেয়ার মূলধন বিশিষ্ট কোম্পানির ক্ষেত্রে ইস্যুকৃত শেয়ার মুলধনের অন্যূন এক দশমাংশের ধারকগণের নিকট হতে বিশেষ সাধারণ সভা আহবানের রিক্যুইজিশন পেলে এবং রিক্যুইজিশন পাওয়ার সময়ে উক্ত ধারকগণ কর্তৃক তাঁদের শেয়ার বাবদ সব বকেয়া অর্থ পরিশোধিত থাকলে, এবং যে কোম্পানির কোন শেয়ার মূলধন নেই সে ক্ষেত্রে, রিক্যুইজিশন পত্র জমা দেয়ার তারিখে যে সব সদস্য সভার উদ্দিষ্ট বিষয়ে ভোট দানের ক্ষমতা রাখেন সে সব সদস্যের মোট সংখ্যার অন্যূন এক দশমাংশের নিকট হতে রিক্যুইজিশন পেলে, কোম্পানির পরিচালকগণ অবিলম্বে কোম্পানির একটি বিশেষ সাধারণ সভা আহবানের ব্যবস্থা করবেন।

৩৮। শেয়ার প্রতি উপার্জন (Earnings per Share or EPS):

$$EPS = \frac{\text{Net Profit after Tax}}{\text{Total No of Equity Shares Issued}}$$

৩৯। মূল্য-আয় অনুপাত (Price Earnings Ratio-P/E):

$$P/E = \frac{\text{Market Price per Share}}{\text{Earnings per Share}}$$

৪০। লভ্যাংশ প্রদান যোগ্যতা অনুপাত (Dividend Payout Ratio-DPR):

$$DPR = \frac{\text{Dividend per Share}}{\text{Earnings per Share}}$$

৪১। ডিভিডেন্ড-ইল্ড (Dividend Yield-DY):

$$DY = \frac{\text{Dividend per Share}}{\text{Market price per Share}}$$

৪২। শেয়ার প্রতি বুক ভ্যালু (Book Value Per Share-BVPS):

$$BVPS = \frac{\text{Paid up Capital+ Free Reserve}}{\text{Total No. of Equity Shares Issued}}$$

৪৩। সম্পদ এর বিপরীতে প্রাপ্তি (Return of Assets-ROA):

$$ROA = \frac{\text{Net Profit after Tax}}{\text{Total Assets employed}}$$

৪৪। ইক্যুইটি মুলধন হতে প্রাপ্তি (Return on Equity-ROE):

$$ROE = \frac{\text{Net Profit after Tax}}{\text{Shareholder Equity}}$$

৪৫। লভ্যাংশ বৃদ্ধির হার (Dividend Growth Rate-DGR):

$$DGR = \frac{\text{Dividend of Current Year - Dividend of Base Year/Prev. Year}}{\text{Dividend of Base Year/Prev. Year}}$$

৪৬। লভ্যাংশের পরিবর্তনশীলতা (Volatility of Dividend-VOD)-(Determined by Standard Deviation):

$$VOD = \sqrt{\frac{\Sigma(X - \bar{X})_2}{n}}$$

Where, X= Dividend of Individual Year
$\bar{X}$= Average Dividend of Different Years
n=No. of Years.

৪৭। লভ্যাংশযুক্ত এবং লভ্যাংশ বিহীন শেয়ার (Cum-Dividend and Ex-Dividend):

খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে (দুই মাসের মধ্যে) পরিশোধিত হবে এ ধরণের লভ্যাংশ প্রাপ্তির নিশ্চয়তাসহ যে শেয়ার ক্রয় করা হয় সেই শেয়ারকে Cum-Dividend এবং সদ্য লভ্যাংশ পরিশোধের পর যে শেয়ার ক্রয় করা হয় এবং উক্ত শেয়ার ক্রীত হলে উক্ত লভ্যাংশ পাওয়া যাবে না সেই শেয়াকে বলা হয় Ex-Dividend।

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ

প্রধান কার্যালয়
৮, ডি,আই,টি এভিনিউ, ঢাকা।

পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি
বিঃ হিঃ নং-

বিষয়ঃ বিনিয়োগ হিসাব খোলার জন্য আবেদন।

প্রিয় মহোদয়,

আমার/আমাদের নামে আপনার প্রতিষ্ঠানে একটা বিনিয়োগ হিসাব খোলার জন্য অনুরোধ জানাইতেছি। আমি/আমরা আইসিবি'র বিনিয়োগ হিসাব ও মার্জিন ঋণ পরিচালনা সংক্রান্ত সকল বিষয় ও বিধি সম্পর্কে অবগত আছি। আমি/আমরা অংগীকার করিতেছি যে, সংযুক্ত শর্তাবলী ও অঙ্গীকারনামা পালনে আমি/আমরা বাধ্য থাকিব। নিম্নে আমার/আমাদের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সন্নিবেশিত করা হইলঃ

বিবরণ	মুখ্য আবেদনকারী	যৌথ আবেদনকারী
নামঃ (বাংলায়) ইংরেজীতেঃ (Block Letter) মূখ্য আবেদনকারীর সাথে সম্পর্কঃ পিতা/স্বামীর নামঃ মাতার নামঃ পেশাঃ বয়সঃ বর্তমান ঠিকানাঃ টেলিফোনঃ অফিসঃ বাসাঃ স্থায়ী ঠিকানাঃ ব্যাংকেরঃ নামঃ ঠিকানাঃ হিসাব নং- পূর্বের বিঃ হিঃ নং- মাসিক আয়ঃ মাসিক বিনিয়োগযোগ্য উদ্বৃত্তঃ আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও তারিখঃ		
পরিচয় প্রদানকারীঃ নাম- বিঃহিঃ নং ও স্বাক্ষরঃ		
প্রাথমিক জমাঃ ঋণ সংক্রান্ত নির্দেশঃ		
আইসিবি কর্তৃক পূরণযোগ্যঃ অনুমোদিত ঋণ মার্জিনঃ		
সংশ্লিষ্ট কর্তকর্তা স্বাক্ষর ও তারিখঃ বিভাগীয় প্রধানের স্বাক্ষর ও তারিখঃ		
বিভাগীয় প্রধানের বিশেষ মন্তব্য (যদি থাকে):		

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ

প্রধান কার্যালয়

৮, ডি,আই,টি এভিনিউ, ঢাকা।

বিঃ হিঃ নং-

নাম	নমুনা স্বাক্ষর
১।	
২।	

বিশেষ নির্দেশঃ

আমার/আমাদের বিনিয়োগ হিসাব সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদনের জন্যে আমরা জনাব/বেগম ---------------------
----
বিনিয়োগ হিসাব নম্বর ------------------------------কে সমস্ত ক্ষমতা প্রদান করিলাম যাহার স্বাক্ষর নিম্নে সত্যায়িত করা হইল।

ক্ষমতা গ্রহণকারী ব্যক্তির স্বাক্ষর
বর্তমান পরিচালিত হিসাব (সমূহ):

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি ১ (এক) কপি	পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি ১ (এক) কপি

বিনিয়োগ হিসাব পরিচালনা সংক্রান্ত শর্তাবলী ও অঙ্গীকারনামা

বিঃ হিঃ নং-

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ

.....

.....

.....

বিষয়ঃ আমার/আমাদের বিনিয়োগ হিসাব পরিচালনা সংক্রান্ত শর্ত ও আজ্ঞাবলী।

মহোদয়,

আমি/আমরা উপরোক্ত বিনিয়োগ হিসাব পরিচালনা করার জন্য ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশকে সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করিতেছি এবং অত্র কর্পোরেশন কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত শর্তাবলী মানিয়া চলিবার অঙ্গীকার করিতেছি।

১. শর্তাবলীঃ

ক) বাংলাদেশ যে কোন প্রাপ্ত বয়স্ক সুস্থ মস্তিস্ক সম্পন্ন নাগরিক একক ভাবে একটি এবং অন্য একজন ব্যক্তির সাথে যুগ্মভাবে একটি সর্বোচ্চ দুটি বিনিয়োগ হিসাব খুলিতে পারিবেন। দুই এর অধিক ব্যক্তি কোন যুগ্ম হিসাব খুলিতে পারিবেন না।

খ) কোন ব্যক্তি কেবলমাত্র একবারই একটি যৌথ হিসাব খুলিতে পারিবেন।

গ) যৌথ বিনিয়োগ হিসাব পরিচালনার ব্যাপারে এই মর্মে অবশ্যই নির্দিষ্ট ছকে নির্দেশ থাকিতে হইবে যে হিসাবটি যে কোন একজন/উভয় কর্তৃক পরিচালিত হইবে। কোন নির্দিষ্ট নির্দেশ এর অনুপস্থিতিতে উভয় বিনিয়োগ হিসাবধারী কর্তৃক যৌথভাবে হিসাবটি পরিচালিত হইবে।

ঘ) হিসাব খোলার ফরমে হিসাবধারীর ২ কপি এবং হিসাব পরিচালনার জন্য ক্ষমতা গ্রহনকারীর ১ কপি সত্যায়িত (প্রথম শ্রেণীর সকরারী বা ব্যাংক কর্মকর্তা কর্তৃক) পাসপোর্ট সাইজের ফটো সংযোজন করিতে হইবে।

ঙ) হিসাব খোলার সময় সংশ্লিষ্ট একাউন্ট হোল্ডারের সংস্থায় অপর কোন অপর কোন বিনিয়োগ হিসাৰ থাকিলে তাহার বিবরণ এবং উক্ত বিনিয়োগ হিসাব ছাড়া তাঁহার নামে বা বেনামে সংস্থায় অন্য কোন হিসাব নাই এই মর্মে নির্ধারিত ছকে ঘোষণাপত্র প্রদান করিতে হইবে।

চ) হিসাব পরিচালনার জন্য ক্ষমতা গ্রহণকারী ব্যক্তির সংস্থার একই কার্যালয়ে হিসাব থাকিতে হইবে । একজন একাউন্ট হোল্ডার সর্বোচ্চ ৫টি হিসাব পরিচালনা করিতে পারিবেন।

ছ) আইসিবি'র নির্ধারিত ছকের মাধ্যমে ক্ষমতা অর্পন প্রক্রিয়া সম্পাদন করিতে হইবে। বিনিয়োগ হিসাবের যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদনের জন্য উক্ত ক্ষমতা প্রদান করিতে হইবে। কোন দেউলিয়া বা ঋণ মার্জিন অতিক্রম হইয়াছে এইরূপ কোন হিসাবধারীকে উক্ত ক্ষমতা প্রদান করা যাইবে না।

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ

ছ) হিসাব খোলার জন্য ন্যূনতম ৫,০০০.০০ (পাঁচ হাজার) টাকা নগদে জমা দিতে হইবে।

ঝ) কর্পোরেশনের এক শাখা হইতে অন্য শাখায় বা প্রধান কার্যালয়ে বিনিয়োগ হিসাব স্থানান্তর করা যাইবে না।

ঞ) যৌথ হিসাবের ক্ষেত্রে যে কোন একজন মৃত্যুবরণ করিলে যদি তাঁহাদের হিসাবে এই মর্মে নির্দেশ থাকে যে, যে কোন একজন হিনাব পরিচালনা করিতে পারিবেন তাহা হইলে অপর জীবিত ব্যক্তি উক্ত হিসাব পরিচালনা করিতে পারিবেন। কোন হিসাবধারীর মৃত্যুসংক্রান্ত তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে কর্পোরেশনের সংশিষ্ট কার্যালয়ে জানাইতে হইবে। হিসাব পরিচালনার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করিলে সেই সংক্রান্ত তথ্যও তাৎক্ষণিকভাবে সংস্থাকে জানাইতে হইবে। অনাথায় আলোচ্য হিসাব সমূহে অনিয়ম হইলে সংস্থা দায়ী হইবে না।

অঙ্গীকারনামাঃ

ক) আমার/আমাদের বিনিয়োগ হিসাবে স্বীকৃত স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত কোম্পানীসমূহের সিকিউরিটিজ বরাদ্দের জন্য আমার/আমাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে আবেদন করিবার এবং বরাদ্দ পত্রের পরিবর্তে সিকিউরিটি সমূহ গ্রহণ, আমার/আমাদের পক্ষে কোম্পানীর সাধারণ সভায় অথবা অন্যান্য সভায় যোগদান, ভোট প্রদানসহ এতদ্‌সম্পর্কীয় অন্যান্য যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন করিবার ক্ষমতা আইসিবি'র থাকিবে।

খ) আমার/আমাদের বিনিয়োগ হিসাবে আমার/আমাদের অনুরোধক্রমে বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়/বিক্রয় করিয়া ক্রয়মূল্য প্রদান ও বিক্রয় মূল্য আদায় করা, লভ্যাংশ এবং বোনাস ও রাইট শেয়ার ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া উক্ত বিনিয়োগ হিসাবে যাবতীয় তহবিল জমা রাখা এবং শেয়ার/তহবিল আমার/আমাদের অনুরোধক্রমে উত্তোলন করিতে দেওয়া এবং এতদ্‌সম্পর্কীয় অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন করিবার অধিকার আইসিবি'র থাকিবে।

গ) আমার/আমাদের বিনিয়োগ হিসাবে ক্রীত বরাদ্দপত্রের স্বত্বত্যাগের (রিন্যানসিয়েশন) ব্যবস্থা করা, ক্রীত সিকিউরিটিজ এর ট্রান্সফার ও রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা এবং এতদ্‌সম্পর্কীয় অন্যান্য কার্যাবলী আইসিবি সম্পাদন করিতে পারিবে।

ঘ) বিনিয়োগ হিসাবে ক্রীত/বিক্রীত সিকিউরিটির উপর স্ট্যাম্প ডিউটি, কমিশন, ব্রোকারেজ চার্জ ইত্যাদি আইসিবি আদায় এবং প্রদান করিতে পারিবে।

ঙ) বিনিয়োগ হিসাবে সিকিউরিটিজ ক্রয়/বিক্রয়ের মূল্যের উপর আইসিবি সময়ে সময়ে নির্ধারিত হারে ব্রোকারেজ, সার্ভিস চার্জ ও অন্যান্য ফি আদায় করিতে পারিবে।

চ) শেয়ার বাজারে সিকিউরিটিজ এর মূল্য উঠানামার কারণে অথবা অন্য কোন কারণে আমার/আমাদের বিনিয়োগ হিসাবে কোন ক্ষতি হইলে আইসিবি/আইসিবি'র এ্যাটর্নী এই জন্য দায়ী থাকিবেন না।

ছ) বিনিয়োগ হিসাবে প্রদেয়/প্রদত্ত মার্জিন ঋণের ব্যাপারে আইসিবি'তে প্রচলিত নিয়মাবলী মানিয়া চলিতে আমি/আমরা বাধ্য থাকিব।

জ) আমার/আমাদের বিনিয়োগ হিসাবের ঋণের উপর সময় সময় আইসিবি কর্তৃক নির্ধারিত হারে সুদ আদায় করিবার অধিকার আইসিবি'র থাকিবে।

ঝ) আমার/আমাদের বিনিয়োগ হিসাবে প্রয়োজনীয় মার্জিন রক্ষার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য থাকিব। অন্যথায় বকেয়া আদায়ের জন্য আমার/আমাদের হিসাবে রক্ষিত সিকিউরিটিজ বিক্রয়ের জন্য আইসিবি'র ক্ষমতা থাকিবে।

ঞ) আমার/আমাদের বিনিয়োগ হিসাব হইতে উদ্বৃত্ত অর্থ, সিকিউরিটিজ এর বিক্রয়লব্ধ অর্থ এবং সিকিউরিটিজ উত্তোলনের জন্য ব্যক্তিগতভাবে হাজির হইয়া উক্ত অর্থ অথবা সিকিউরিটিজ গ্রহণ করিব অথবা আইসিবি কর্তৃক

নির্ধারিত ফর্মের মাধ্যমে যথাযথ ক্ষমতা প্রদানপূর্বক আমার ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির মাধ্যমে উত্তোলনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিব।

ট) আমার/আমাদের বিনিয়োগ হিসাব হইতে আমার/আমাদের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক সিকিউরিটিজ ক্রয়/বিক্রয় এবং অর্থ ও সিকিউরিটিজ উত্তোলন সম্পর্কে যদি কোন অবাঞ্ছিত ঘটনার উদ্ভব হয় তবে সে বিষয়ে আমি/আমরা সকল প্রকার দায়দায়িত্ব নিজেরাই বহন করিব।

ঠ) এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, বিনিয়োগ হিসাব খোলা সংক্রান্তে দেয় সমুদয় তথ্য সত্য এবং আমার/আমাদের নামে উক্ত একক/যৌথ ..... নং হিসাব (প্রধান কার্যালয়/ ..... শাখায়) ছাড়া অন্য কোন বিনিয়োগ হিসাব অত্র সংস্থায় নাই।

ড) আমি/আমরা উপরে বর্ণিত নিয়ম ও শর্তসমূহ সজ্ঞানে সম্পূর্ণভাবে অনুধাবন করিয়াছি। আমি/আমরা এই সকল শর্ত ও নিয়মাবলী যথাযথভাবে মানিয়া চলিবার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হইলাম।

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ
INVESTMENT CORPORATION OF BANGLADESH

ক্ষমতা গ্রহণকারী ব্যক্তির স্বাক্ষর

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

হিসাব নং- : (নিজ ও পরিচালনার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হিসাবসমূহ)

নাম ..... হিসাব নং .....

নাম ..... হিসাব নং .....

নাম ..... হিসাব নং .....

নাম ..... হিসাব নং .....

নাম ..... হিসাব নং .....

আইসিবি কর্তৃক পূরণযোগ্য

সংশিষ্ট কর্মকর্তা স্বাক্ষর ও তারিখ .....

বিভাগীয় প্রধানের স্বাক্ষর ও তারিখ .....

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ
অর্গানাইজেশন এন্ড মেথডস ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ

প্রধান কার্যালয়

৮, ডি,আই,টি এভিনিউ, ঢাকা।

ঘোষণা পত্র

এই মর্মে ঘোষনা করিতেছি যে,

০১। আমার/আমাদের নামে অত্র একক/যৌথ বিনিয়োগ হিসাব ছাড়া আইসিবি'র প্রধান কার্যালয় বা কোন শাখা কার্যালয়ে অপর কোন একক/যৌথ বিনিয়োগ হিসাব নাই।

০২। তবে আমার/আমাদের নামে অপর একটি একক/যৌথ হিসাব নং .....
..... (শাখাস্থ) আছে।

০৩। উল্লিখিত বিবৃতি যদি অসত্য প্রমাণিত হয়, সেক্ষেত্রে অত্র হিসাবের সকল সম্পদ আইসিবি কর্তৃক বাজেয়াপ্ত করাসহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইলে আমার/আমাদের কোন আপত্তি থাকিবে না।

স্বাক্ষর .....

তারিখঃ

নামঃ .....

স্থানঃ

বিঃ হিঃ নং .....

DEMAND PROMISSORY NOTE

TAKA .... DATE ....

ON DEMAND I promise to pay the INVESTMENT CORPORATION OF BANGLADESH of (Address) or order the sum of TK....................................

( ) with interest at ....

percent per annum.

Signed

Revenue Stamp TK. 10/-	Name : S.O/W.O/D.O : Address :

REVIVAL LETTER FORM

To,
Investment Corporation of Bangladesh
BDBL Bhaban (14-21 Floor)
8, DIT Avenue,
Dhaka.

With reference to my /our Investment Account with you secured by a Demand Promissory Note dated .... the for Tk. .... ( )
with interest made by me /us in favour of..
and endorsed by the payees to you.

I/we ackowledge for the purpose of section 19 of the Limitation Act IX of 1908 and any like Limtation law in order to proceed any question of Limitation Law that I am/we are liable to you for payment of the said promissory notes with interests and the same is to remain in force with all related scurities, agree- ments and obligations.

I/we further convenant to the effect that the aforesaid Demand Promissory Note shall be a continuing security.

Dated, at 20

Revenue Stamp TK. 10/-

Note : - This form is for Signature by the Maker of the Demand Promissory Note and Is for use in cases where a Demand Promissory Note is made in favour of a third party (the guarantor) and "endorsed by the Corporation.

LETTER OF GENUINITY

To,
Investment Corporation of Bangladesh
BDBL Bhaban (14-21 Floor)
8, DIT Avenue,
Dhaka.

..... Branch

.....

.....

.....

Dear Sir,

I/We enclose herewith a Demand Promissory Note for Tk. .....

..... (Taka.....only)

signed by me/us which is given to you as security for the repayment of loan against Investment which is at present outstanding on my/our name or in the name of either of us and also for the repayment of loan to the extent of

Tk. ..... (Taka.....)

which I/We or either of us may avail of hereafter and the said promissory note is to be a security to you for the repayment of the ultimate balance amount remaining unpaid on the loan account and I/We/am/are to remain liable on the said promissory note notwithstanding the fact that by payments made into the said loan account from time to time the said loan account may from time to time be reduced or extinguished or even that the balance in the said account may be at credit

Although the said loan account in the name of .....
.....and will be operated upon only by the said.....
.....all of us shall be liable jointly and severally as aforsaid. I/we futher convenant to the effect that the afforsaid Demand Promissory Note shall be a continuing security.

Yours faithfully.

Date. 2022

Borrower/Guarantor

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ

LETTER OF LIEN FOR ADVANCES AGAINST SHARES STOCKS AND SECURITES.

To,
Investment Corporation of Bangladesh
BDBL Bhaban (14-21 Floor)
8, DIT Avenue,
Dhaka.

Dear Sir,
In consideration of your allowing me/us loans, Overdraft, other credit of accommodation or any other form of financial assistance from time to time or at any time. I/we hereby pledge with you as security for repayment to you on demand of all amounts due or which hereafter may become due from me/us to you as well as for all interest thereon at the rate or rates that you may from time to time determine as payable thereon and all costs, charges and expenses on all shares and/or stocks with transfer forms duly signed in blank and/or securities duly endorsed in Your favour which I/we now deposit or which I/We may have already deposited with you or, which may be in your possession on my/our behalf as also all shares, stocks and/or securities which I/We may hereafter deposit with you in addition to or in substitution for the shares, stocks and/or securities already deposited or which may hereafter come into your possession on my/our behalf and I/We the undersigned hereby constitute and appoint you as my/our attorney for the purpose hereinafter mentioned and specially authorise and empower you and all attorney holding power of attorney on your behalf to fill up and complete any incomplete transfer form attached to any of such shares and/or stock and to insert your name or that of any other nominee of ICB therein as transferee of the shares and/or stocks enumarated therein and to sign or as the case may be to sign, seal, execute and deliver any such transfer or other documents that may be necessary or required for the purpose of completing your title to any such shares, stocks and/or securities and register the same in the books of the concern to which the same relate or with the public debt office in case of securities and obtain fresh scrip or scrips for the shares stocks and/or securities enumerated therein in the name of Investment Corporation of Bangladesh or in that of any other employee or nominee of Investment Corporation of Bangladesh without any reference to or consent of me/us and also to pledge and/or sell and absolutely dispose of all or any such shares, stocks and/or securities at such price and in such manner as you may think fit without any reference to or consent of me/us and I/We hereby agree at Your request to sign and/or endorse of as the case may be to sign, seal, execute and deliver any transfer or other document that may be necessary or required by you for the purpose of completing your title to any such shares, stock and/or securities of for the purpose of completing the seal thereof. Any of my/our failing to do so I/we authorise and -empower you and all attorney holding powers of attorney on your behalf to sign, seal, execute and deliver any transfer or other documents for the purpose of effecting and completing the sale in my/our name and I/we further authorise you to reimburse yourself out of the proceeds of any pledge or sale all costs, charges and expenses incurred by you in transferring and selling all or any such shares, stocks and/or securities or maintaining the value thereof or otherwise in connection therewith and I/We declare that you shall not be responsible for any loss from or through any brokers or others employed in the sale of any such share, stocks and/or securities or for any loss or depreciation in value of any such shares, stocks and/or securitities arising from or through any cause whatsoever and t rand h ever arising I/we agree to make good any payment on demand to you, And it is further agreed that you shall have a lien on all such shares, stocks and/or securities or the proceeds thereof after sale (if sold) as security for or in part payment of any other debt due or liability then incurred or likely to be incurred by me/us to you and I/we further authorise you to collect all dividends and bonuses.